NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে মুম্বইয়ের জাতীয় সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

হাজার কোটির মেগা দুর্নীতিতে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের ৩

কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.09.2026, Vol. 20 Issue No. 93, 8 Pages, Price 3.00

সুমিতের ৮ দিনের সিআইডি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতে রক্ষাকবচ ও আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হতেই শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার বিকেলে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। ওই দিনই গভীর রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ভবানী ভবনে। শুক্রবার সকালে মেদিনীপুর জেলা আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক সুমিতকে ৮ দিনের সিআইডি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মুড়ক দিয়ে সুমিতকে মেদিনীপুর জেলা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। গোয়েন্দা দল পৌঁছনোর আগেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) উত্তম ঘোষের নেতৃত্বে এলাকাটি তদারকি করা হয়। দুপুরে বিচারকের এজলাসে তুললে সুমিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানাননি। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সুমিতকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে। আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুমিতের মনোনীত আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন। সিআইডির এক জ্যেষ্ঠ আধিকারিক জানিয়েছেন, সুমিতকে হেপাজতে রেখে জেরা করার পর এই মামলায় একটি অতিরিক্ত বা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট আদালতে পেশ করা হবে।

হস্তক্ষেপ নয়

■ ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস বিতর্ক মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ভবনের সপ্তম ও অষ্টম তলা খালি করার যে নির্দেশ দমকল বিভাগ দিয়েছিল, আপাতত তার উপর হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দমকলের নোটিসের বিরুদ্ধে এখন কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়া হচ্ছে না। আদালতের এই মনোভাবের পর তৃণমূল সাংসদকে ওই ভবন ছাড়তেই হচ্ছে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হতে পারে।

ঝুলে অনুমতি

■ হুগলির শ্রীরামপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার অনুমতি মিলবে কি না, তা নিয়ে শুক্রবারও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারল না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় সিঙ্গল বেঞ্চেই ফেরত পাঠানো হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিঙ্গল বেঞ্চকে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। ফলে তৃণমূল সুপ্রিমোর এই রাজনৈতিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ এখন ঝুলেই রইল।

ব্রিকসের নৈশভোজে আজ দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্বনেতাদের আসরে লক্ষ্মীলাভের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর, ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতির ব্রিকস নৈশভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আজ বিকেলে দিল্লি যাবেন তিনি। আজকেই রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ নৈশভোজে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মতো বিশ্ব নেতৃত্ব। দিল্লির ভারত মণ্ডপমে দুই দিনের ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির পর আজকে রাতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের জন্য বিশেষ নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অনুষ্ঠানটি দেশের জন্য অত্যন্ত বড় একটি আয়োজন। সব মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমার জন্য এটা অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আমিও উপস্থিত থাকব।' দেশের রাষ্ট্রপতি ভবনের ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ পাবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে দেশের অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা ও মতবিনিময় হবে তাঁর।

আজকের এই দিল্লি সফরকে লক্ষ্য করে রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ টানার কাজকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার তিনি জানান, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ২,০০০ শয্যার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে ওই দিন। এছাড়াও শিল্প বিনিয়োগের প্রশ্নে আম্বানি গোষ্ঠীর সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আমেরিকার চিন্তা বাড়িয়ে মোদী-পুতিন আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: যুদ্ধের বাজারে টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি। নেপথ্যে অবরুদ্ধ হরমুজ-সহ জ্বালানি সংকট। এই অবস্থায় ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনের আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সূত্রে খবর, বৈঠক শুরুর আগে পুতিনকে প্রখ্যাত তামিল কবির একটি বই উপহার দেন মোদী। কথা হয়েছে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে। পাশাপাশি বৈঠকে উঠে আসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সংঘাতের কথাও। এ বিষয়ে মোদী ফের স্পষ্ট করে দেন দিল্লির অবস্থান। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের উপরে জোর দেন তিনি। পুতিনকে জানান, এ ক্ষেত্রে ভারতও সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, এই বৈঠকের জেরে একপ্রকার কোণঠাসা হয়ে পড়ল আমেরিকা।

সাম্প্রতিক অতীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেবল একপেশে শুল্কযুদ্ধই শুরু করেননি, পাশাপাশি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ভারতকে। সেই হুঁশিয়ারি উড়িয়ে পুতিনের সঙ্গে বড়সড় জ্বালানি চুক্তি নিয়ে কথা বলল দিল্লি। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে দীর্ঘদিনের সঙ্গী মস্কোকেই এই বিষয়ে ভরসা করছে ভারত। সূত্রের খবর, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে আগ্রহী রাশিয়া ও ভারত।

মোদী ও পুতিনের সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল গত সপ্তাহে বিশকেকে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে। সেই বৈঠকে রুশ নেতার প্রতি 'অন্তহীন (ইউক্রেন) যুদ্ধ থেকে সরে আসার' আহ্বান জানান মোদী। উল্লেখ্য, মস্কোর অভিযানের মধ্য দিয়ে পাঁচ বছর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। সেই যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে ইউরোপ-সহ গোটা বিশ্বে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বৈশ্বিক আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় মোদী-পুতিন বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ।

> এবারের ব্রিকস সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ হতে চলেছে। কারণ, ট্রাম্পের শুল্ক নীতিতে বিরক্ত গোটা বিশ্ব। ইরানের উপর লাগাতার হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা, অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে তারা। সুবিধে মতো ডলারকে অস্ত্র করে বিশ্বের উপর দাদাগিরি ফলায় হোয়াইট হাউস।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে ব্রিকস লিডারস সামিট। তার আগেই শুক্রবার দিল্লিতে এসে পৌঁছন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট মিলে পুতিনের বিশেষ গাড়িতে চেপে ভারত মণ্ডপমে যান। এ দিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তামিল কবি তিরুভল্লুভারের 'তিরুক্কুরাল'-এর একটি রুশ অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "দুই হাজার বছর আগে তিরুভল্লুভার 'তিরুক্কুরাল' লিখেছিলেন। এটিকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে তিরুক্কুরাল রুশ ভাষায় অনুবাদ হলে ভারত ও রাশিয়ার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বাড়বে। দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক এর মধ্যে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়াও বাণিজ্য, শক্তি, প্রতিরক্ষা-সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মস্কো এখন ভারতের অন্যতম অংশীদার এবং সামরিক অস্ত্র সরবরাহকারী। এছাড়া রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনে ভারত।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবারের ব্রিকস সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ হতে চলেছে। কারণ, ট্রাম্পের শুল্ক নীতিতে বিরক্ত গোটা বিশ্ব। ইরানের উপর লাগাতার হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা, অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে তারা। সুবিধে মতো ডলারকে অস্ত্র করে বিশ্বের উপর দাদাগিরি ফলায় হোয়াইট হাউস। অনুমান করা হচ্ছে, এহেন দু'মুখো আমেরিকার বিরুদ্ধে একজোট হতে পারে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি। দিল্লিতে নিজেদের মধ্যে বিকল্প পেমেন্ট সিস্টেম, সাপ্লাই চেইন নিয়েও আলোচনা চলছে। যা আমেরিকার জন্য মোটেই সুখের নয়।

জুনপুটে ডিআরডিওর বড় প্রকল্প

প্রতিরক্ষা গবেষণায় নতুন লগ্নির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও-র একটি বড় প্রকল্প তৈরি হতে চলেছে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, কাঁথির কাছে উপকূলবর্তী ওই এলাকায় প্রকল্পের জন্য জমি দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ডিআরডিও-র তরফে পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলের জুনপুটে একটি বড় প্রকল্প করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত ভাবে পরে জানাব।'

শুক্রবার সল্টলেক সিটি সেন্টারে বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ওয়ার্ডরোব বাজার্স স্টাইল রিটেইল লিমিটেডের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

যদিও জুনপুটে ডিআরডিও-র প্রকল্পের ঘোষণা নতুন নয়, তবে অতীতে নানা বাধায় সেখানে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো তৈরির কাজ থমকে ছিল। ২০২৪ সালে ওই এলাকায় ডিআরডিও-র 'ফ্লাইট ট্রায়াল' পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হলেও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের বাধার কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলেই সূত্রের খবর। সেই একই জুনপুটে ফের বড় প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৃহৎ প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীতেও বাধার মুখে পড়ে এই প্রকল্প। বাম আমলে কাঁথি মহকুমার হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সময় বিরোধী তৃণমূলের আন্দোলন ও আপত্তির জেরে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও হরিপুরের কাছেই জুনপুট। কয়েক বছর আগে সেখানেও ডিআরডিও-র কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ বার নতুন করে প্রকল্পের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শুধু ডিআরডিও নয়, এ দিন রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে একাধিক ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর গৌতম আদানি রাজ্যে আসছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর আগে ৩৩টি সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমি তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি দিল্লিতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলেও শুক্রবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিরক্ষা গবেষণা থেকে শিল্প, এক দিনের একাধিক ঘোষণায় রাজ্যে নতুন সরকারি ও বেসরকারি লগ্নির চিত্র তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

কর্মরত শিক্ষকদের টেটের তোড়জোড় রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকদের টেট (টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট) গ্রহণের তোড়জোড় শুরু করল রাজ্য সরকার। কবে সেই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব, তা স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে জানতে চাইল স্কুলশিক্ষা দপ্তর।

শুক্রবার দুপুরে এ খবর জানাজানি হতেই লক্ষাধিক শিক্ষক আশঙ্কায়। শিক্ষকদের প্রশ্ন, যাঁদের টেট-এ বসার নূন্যতম যোগ্যতা নেই তাঁরা কি আবার চাকরিহারা হবেন? প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রের খবর, তারা দ্রুত টেট-এর দিনক্ষণ দপ্তরকে জানাচ্ছে।

পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, 'শুক্রবার দপ্তর থেকে নির্দেশিকা এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ২০২৮ সালের অগস্টের মধ্যে টেট নিতে হবে। দপ্তর আমাদের কাছে দিনক্ষণ জানতে চেয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে দপ্তরকে জানিয়ে দেব।'

গত বছরই সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছিল, দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে টেট উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। যাঁরা 'টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট' (টেট) উত্তীর্ণ নন, তাঁদের প্রাথমিক ভাবে ২০২৭-এর মধ্যে তা উত্তীর্ণ হতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি এই সময়সীমা ২০২৮ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে শীর্ষ আদালত। তবে, যাঁদের অবসরের আর পাঁচ বছর বা তার কম সময় বাকি, তাঁদের এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছিল।

হিসাব বলছে, এই মুহূর্তে সারা দেশে ২০ লক্ষ শিক্ষক কর্মরত, যাঁরা টেট উত্তীর্ণ নন। এ রাজ্যে সেই সংখ্যা ৯০ হাজারের বেশি। শিক্ষার অধিকার আইন, আরটিই ২০০৯ এবং এনসিটিই ২০১০-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার জন্য টেট পাশ করা ন্যূনতম এবং বাধ্যতামূলক যোগ্যতা। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, টেট আবশ্যিক যোগ্যতা। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ২০১১ পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্তদের নিয়ে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Hemlata Shah w/o. Late Jayantilal J. Shah R/O 39/1, Girish Mukherjee Road, Flat-3D, Kolkata-700025, P.S. Bhowanipore, West Bengal, declares I am holder of Indian Passport No. N7155064 issued on 24-02-2016. At the time of submission of application before the R.P.O., I wrote my name as "Hemlata Shah", but in all my official records such as PAN Card, Voter ID Card and Aadhar Card, my name has been recorded as "Hemlata J. Shah", as declared before CJM Court, Kolkata (West Bengal) vide affidavit no. AW 752439 Dated 11.09.2026 Hemlata Shah and Hemlata J Shah are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21092 নং এফিডেভিড বলে আমি Tanmay Chakraborty ও Tonmoy Chakraborty S/o. Mohan Kumar Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 20989 নং এফিডেভিড বলে আমি, Lokashis Bandyopadhyay, S/o. Radhakrishna Bandyopadhyay, R/o. Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. B-2021-19-02873-000071, dated 18.01.2021) আমার পুত্রের সঠিক নাম Agniva Bandyopadhyay S/o. Lokashis Bandyopadhyay (Father) & Swapna Bandyopadhyay (Mother)-এর পরিবর্তে Agniva Banerjee S/o. Lokashis Banerjee (Father) & Swapna Banerjee (Mother) লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নাম লিপিবদ্ধ চাই। আমার পুত্র Agniva Bandyopadhyay S/o. Lokashis Bandyopadhyay (Father) & Swapna Bandyopadhyay (Mother) ও Agniva Banerjee S/o. Lokashis Banerjee (Father) & Swapna Banerjee (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

Change of Name

I, **M NAVEEN KUMAR** S/o M Nageshwar Rao, R/o at 36Para, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur - 721301, W.B. shall henceforth be known as **M NAVEEN KUMAR** S/o **MAILAPALLI MAHALAXMI** instead of **M NAVEEN KUMAR** S/o **M MAHALAXMI @ M MANGA** vide affidavit No.- 11395, dated 03/09/2026 as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. **MAILAPALLI MAHALAXMI** and **M MAHALAXMI** & **M MANGA** both are same and one identical person i.e. my Mother.

Change of Name

I, **MEGHANT PRASAD CHOUDHARY** S/o **Sambhoo Prasad**, residing at Biswaranjan Nagar Purigate, P.O- Hijli, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, West Bengal -721301 shall henceforth be known as **MEGHANT PRASAD CHOWDHARY** as declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kharagpur vide affidavit No- 6847/40, dated 28/07/2023. **MEGHANT PRASAD CHOUDHARY** and **MEGHANT PRASAD CHOWDHARY** both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি Nirmala Devi স্বামী Binod Kumar Saw, নিবাস 5/46/1, আজাদগড়, রিজেন্ট পার্ক, কলি- 700040. ভুলবশত আমার আধার কার্ডে আমার নাম আছে Nirmala Debi Saw. গত 9.9.2026 আলিপুর নটারী পাবলিকের এফিডেভিটে আমি **Nirmala Devi** এবং **Nirmala Debi Saw** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গোপাল বিশ্বাস, পিতা- নিখিল বিশ্বাস বিগত ২১/০৭/২০০৬ ও ১৬/০৫/২০০৫ A.D.S.R কদম্বগাছি ০১৯৫/২০০৬ ও ০২১/২০০৫ নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় নারায়ণ চন্দ্র দাস, মৌজা-দীঘা, J.L-94, খতিয়ান L.R.-690 দাগ-532 পরিমান 3.30 শতক জমি 2067/2026 সাফকোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-I, B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Akhtar Islam
Advocate
Barasat Judge's Court
North 24 Parganas

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার দাতা - শ্রী সুরোজ সিং দেও, পিতা স্বর্গীয় আদিত্য নারায়ণ সিং দেও, সাং - ঝলদা ওয়ার্ড নং ৩, পোস্ট + থানা- ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার গ্রহীতা - শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং রাও, পিতা - স্বর্গীয় নরেন্দ্র নারায়ন সিং রাও, সাং - ঝলদা ওয়ার্ড নং ৩, পোস্ট + থানা- ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, ঝালদা এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত 2026 সালের 1624 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ঝলদা মৌজার (জে. এল. নং 131), হাল দাগ নং 7514 তে 10 (দশ) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট আমার মক্কেল :-শ্রী কার্তিক সিংহ, পিতা স্বর্গীয় মানসারাম সিং, সাং- বেকো, পো: রিগিদ, থানা- কোটশিলা, জেলা- পুরুলিয়া, উক্ত মৌজায় ঝালদ এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত 2026 সালের 2417 নং কোবালা দলিল মূলে উক্ত মৌজায় হল দাগ নং 7514 এ 5 (পাঁচ) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে A.D.S.R., Jhalda ও B.L. & L.R.O., Jhalda অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa
Advocate, District Judges Court Purulia

CHANGE OF NAME

I, Suraj Sk S/o- Afajuddin Sekh residing at Village- Bazarpara, PO -Radharghat, PS -Berhampore,Dist- Murshidabad. Suraj Sk & Kamal Sekh is the one,Same& identical person vide affidavit dt-21/08/2026 before Ld.J.M.1st class at Berhampore, Murshidabad.

নাম-পদবী

আমি পরমেশ্বরী বিশ্বাস স্বামী- সুনীল বিশ্বাস ঠিকানা গ্রাম ভালুকা, থানা-কোতয়ালী পোঃ-জোয়ানিয়া ভালুকা, জেলা- নদীয়া পঃবঃ। আমার আধার কার্ড (No 697946220034 এবং ভোটার কার্ড No- WB/11/076/480631) ডাকনাম সরস্বতী বিশ্বাস স্বামী- সুনীল বিশ্বাস আছে। ১০-১১-২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (ফাস্ট ক্লাস) কৃষ্ণনগর নদীয়া কোর্টের এফিডেভিট বলে পরমেশ্বর বিশ্বাস স্বামী সুনীল বিশ্বাস ও সরস্বতী বিশ্বাস স্বামী সুনীল বিশ্বাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

NOTICE

This is to inform all that the Election of Board of Directors of the Pratham Kiran Co-operative Housing Society Ltd. is going to take place in the O/o JRCS, RATH Cooperation dtc, WBHIDCO BHAWAN (Ground floor), for which the list of members as follows:

Name of the members of the Society:

1. Dipti Ghosh
2. Baisali Basak
3. Braja Bera
4. Janmejoy Singha
5. Saptarshi Mitra
6. Tirtha Kumar Pal
7. Mridula Singhamahapatra
8. Manisha Bagchi

If anybody has objection, please contact the undersigned.

Sumanta Tripathi
Advocate
High Court, Calcutta
Mobile : 9830707665 / 7980951007

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যায় যে জেলা-হুগলী, থানা ও মৌজা ভদ্রেশ্বর, ওয়ার্ড নং ১৮, হোল্ডিং নং ২৬৪, জে.এল. নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪০, আর.এস. দাগ নং ৭৫৪, এল.আর. দাগ নং ১২৯৩ দাগে (১) আনায় ০.৬৭৯ একর সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৪ ছটাক ভিটী জমি সহ সিমেন্টের মেঝে বিশিষ্ট ১০০ বর্গফুট টালির গৃহাদি সহ সম্পত্তি **শ্রী বিটু মন্ডল,** পিতা- শ্রী ভগবান মন্ডল মহাশয় ২০২০ সালে এডিএসআর চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০৪-২০২০ নং ভলিউমের ৮০০২৮ নং হইতে ৮০০৪৩ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ২৮৯৬ নং আমমোক্তার নামা বলে আমমোক্তার **শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়াল,** পিতা-স্বর্গীয় নাথুলাল আগরওয়াল মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন, যাহার বিক্রেতা **শ্রী অধীর কর ওঃ অধীর কুমার কর,** পিতা- স্বর্গীয় পঞ্চানন কর। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১ মাসের মধ্যে সিঙ্গুর-খলিসানী বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১২ সালের মূল দানপত্র দলিল যাহার নং-০০৯৪৯, যাহার বহির নং-১, খণ্ড নং-০৩, পৃষ্ঠা নং ১৪০৬ থেকে ১৪৩৯-এ নথিভুক্ত এবং হুগলি জেলার ডি.এস.আর.-২-এর কার্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত, সেই দানপত্র দলিলটি আমার মক্কেল শ্রী শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহাশয়ের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে এবং যথেষ্ট অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও উক্ত মূল দানপত্রটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।
উক্ত দানপত্র দলিলটিতে প্রায় ২ কাঠা ১৩ ছটাক, কম-বেশি, অর্থাৎ প্রায় ০.০৪৬ একর, কম-বেশি বাস্তু জমি, যার উপর প্রায় ৮১২ বর্গফুট নির্মাণ রয়েছে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কিত। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা-চন্দননগর, জে.এল. নং- ০১, শিট নং-০৯, আর.এস. দাগ নং-২৪০, আর.এস. খতিয়ান নং-১৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. দাগ নং- ৩৭৫, এল.আর. খতিয়ান নং-৪৭১-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং-১২৪১/১-এ রেকর্ডভুক্ত। উক্ত সম্পত্তির জমির পরিমাণ ০.০৪৬ একর এবং রেকর্ড অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এর নামে রেকর্ডভুক্ত।
উক্ত সম্পত্তিটি চন্দননগর পৌর নিগমের স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং-০৮, হোল্ডিং নং- ১৪৭৬, রাস্তা- শৌলি বটতলা-২য় লেন, থানা-চন্দননগর, এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, ডি.এস.আর. হুগলি এবং জেলা-হুগলি-এর অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত।
উক্ত দানপত্রে শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দাতা এবং শ্রীমতী চন্দনা মুখার্জী, শ্রীমতী মীনা মিত্র এবং শ্রীমতী বেলা ব্যানার্জী-কে গ্রহীতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
উক্ত মূল দানপত্রটি আমার মক্কেলের হেফাজত থেকে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে চন্দননগর থানায় ইতিমধ্যেই একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে, যার জি.ডি.ই. নং-১৫৭, তারিখ-০৩.০৯.২০২৬, যা শ্রী শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত শ্রী শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক চুঁচুড়া, হুগলির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে একটি হলফনামা সম্পাদিত হয়েছে, যার হলফনামা নং- ৩৪, তারিখ- ১০.০৯.২০২৬।
কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনো সংস্থার যদি উপরোক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো স্বত্ব, অধিকার, মালিকানা, স্বার্থ, দাবি, আপত্তি বা অন্য কোনো প্রকার দাবি থাকে এবং/অথবা উপরোক্ত ২০১২ সালের মূল দানপত্র দলিল নং-০০৯৪৯-এর বিষয়ে কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট তা জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্ধারিত ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো দাবি বা আপত্তি জানানো না হলে, ধরে নেওয়া হবে যে উপরোক্ত সম্পত্তি এবং উক্ত দানপত্র দলিলের বিষয়ে কারও কোনো দাবি, আপত্তি বা স্বত্বগত অধিকার নেই এবং পরবর্তীকালে কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
অ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বালাসন নদীর উপরের বেইলি ব্রিজ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দার্জিলিং জেলার মিরিকের বালাসন নদীর উপর বেইলি ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার দাবি ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে শুক্রবার মুখ খুলল রাজ্য সরকার। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বেইলি ব্রিজের কোনও ক্ষতি হয়নি। ধুয়ে গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি একটি অস্থায়ী ক্রসওয়ে।

স্বরাষ্ট্র সচিব জানান, গত জুন মাসে বালাসন নদীর উপর নির্মীয়মাণ স্থায়ী সেতু নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত বেইলি ব্রিজের কোনও সম্পর্ক নেই। নদী পারাপারের সুবিধার জন্য ভেঙে পড়া একটি পুরনো হিউম পাইপের ক্রসওয়ের পাশে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে মাটি ফেলে একটি অস্থায়ী ক্রসওয়ে তৈরি করেছিলেন। সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি এবং নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সেই অস্থায়ী কাঠামোটিই ভেসে গিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, ওই ঘটনাকেই বেইলি ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মহলে প্রচার করা হচ্ছে, যা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বালাসন নদীর উপর থাকা বেইলি ব্রিজটি সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে এবং বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহারযোগ্য। একই সঙ্গে পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে যে নতুন স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ চলছে, সেটিও পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হবে বলেও সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, স্থানীয়দের তৈরি অস্থায়ী ক্রসওয়ে ধুয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বেইলি ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত তথ্য সামনে এনে অযথা আতঙ্ক ও ভুল তথ্যের প্রচার থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ। তাঁর কথায়, নির্মীয়মাণ সেতুর কাজ নিয়েও কোনও ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

সিদ্ধিদাতার আরাধনার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

রবিতে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকবে শহিদ ক্ষুদিরাম-টালিগঞ্জ মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রবিবার ব্লু লাইনে আংশিক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ব্লু লাইনের একাংশে দীর্ঘ সময় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলেই শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে কোনও মেট্রো চলবে না বলে শুক্রবার জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে খবর গীতাঞ্জলি ও কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ওই দিন ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক করা হচ্ছে। তার জেরেই ব্লু লাইনের দক্ষিণ প্রান্তের এই অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ফলে ব্লু লাইনের ওই অংশে যাত্রীদের মেট্রো পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হবে না।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর ব্লু লাইনের পুরো অংশে ফের পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কথা। তবে পরিষেবা চালুর সময়টি আপাতত সম্ভাব্য হিসেবেই জানানো হয়েছে।

রাজ্য সড়ক, সেতুর নামকরণ ও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো রাজ্য সড়ক, সেতু ইত্যাদির নামকরণ ও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বা কার্তিক মহারাজকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্ত, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব, পূর্ত দপ্তরের সচিব, কলকাতা পুরসভার কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সচিব এবং ড. বিষ্ণুপদ দত্ত। নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তরের যুগ্ম সচিব বা তার ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার এক প্রতিনিধি সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এই ধরনের প্রস্তাব খতিয়ে দেখতেই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থার পাঠানো রাস্তা, সড়ক, গলি, সেতু, জনপরিসর ও অন্যান্য সরকারি সম্পদের নামকরণ বা নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব এই কমিটি পরীক্ষা করবে। পাশাপাশি প্রস্তাবিত নামের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব, জনস্বার্থ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তার সম্পর্কও খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে ঐতিহাসিক নাম পুনর্বহালের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হবে। শুধু নতুন নামের প্রস্তাব নয়, প্রয়োজন হলে ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্যবাহী নাম পুনর্বহালের বিষয়টিও বিবেচনা করবে কমিটি। তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি, সংরক্ষিত তথ্য এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ খতিয়ে দেখা হবে। একই সঙ্গে একই বা কাছাকাছি নামের পুনরাবৃত্তি, জনসুবিধা, ভৌগোলিক পরিচিতি এবং প্রশাসনিক ধারাবাহিকতার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, ইতিহাসবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া যাবে। সরকারি নির্দেশে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে, কলকাতা পুরসভার অধীন কোনও রাস্তা বা জনপরিসরের নামকরণ বা নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভা আইন, ১৯৮০-এর প্রাসঙ্গিক বিধান মেনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বা ভূমিকার উপর এই কমিটির সুপারিশের কোনও প্রভাব পড়বে না।

মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে ধৃত খড়দার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের জালে খড়দার বিজেপি নেতা তথা সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সহ-সভাপতি রমজান আলি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধৃত বিজেপি নেতার সঙ্গে এক মহিলার কথপোকথনের অডিও ক্লিপিংস ভাইরাল হয়েছে। সেই অডিও ক্লিপিংসে রমজান আলিকে কটু মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে রহড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রহড়া থানার পুলিশ শুক্রবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। রমজানের গ্রেপ্তারি নিয়ে খড়দা-৩ মণ্ডলের সভাপতি কৃশানু স্যানাল বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, অনৈতিক কাজ করলে কেউ ছাড় পাবেন না। তাঁর দাবি, নতুন সরকারের আমলে গুন্ডাগিরি, তোলাবাজি কিছুই করা যাবে না। যদিও ধৃতের দাবি, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে।

বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রেইকি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের বাড়ির সামনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রেইকি করার অভিযোগে ধৃত স্থানীয় এক যুবক। ধৃত যুবক আকাশ চৌধুরী ওরফে গোলু গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঙালি ঘাট এলাকার বাসিন্দা। গারুলিয়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাউথ ডানবার রোডের বাসিন্দা বিজেপি নেতা কুন্দন সিং। অভিযোগ, গত ১৪ অগস্ট ভোর রাতের দিকে একটি স্কুটিতে চেপে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুইজন সঙ্গীকে নিয়ে বিজেপি নেতা কুন্দন সিংয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি কিংবা রেইকি করছিল ধৃত আকাশ। সিসিটিভি ফুটেজে সেদিন আকাশ-সহ তাঁর আরও দু'জনকে দেখা গিয়েছে। ওইদিন দুপুরে বিজেপি নেতা নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে পুলিশ বৃহস্পতিবার আকাশ চৌধুরী ওরফে গোলুকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ তাঁর দুই সঙ্গীর খোঁজ চালাচ্ছে। বিজেপি নেতা কুন্দন সিং বলেন, ধৃত আকাশ কুখ্যাত অপরাধী। মদ খেয়ে এঁরা এলাকায় তাণ্ডব চালায়। যদিও পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে গোলুকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর দাবি, ঘটনায় ধৃত গোলুর বিরুদ্ধে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

রাজ্যের নবগঠিত স্বাস্থ্য কমিশন, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় অভিযোগ নিষ্পত্তি ও নজরদারি ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে রাজ্যের নবগঠিত স্বাস্থ্য কমিশনের ফুল বেঞ্চ আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথমবার বৈঠকে বসছে। রাজ্যে সরকার বদলের পর কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে নতুন করে স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে সম্প্রতি স্বাস্থ্যভবনে সৌজন্য বৈঠকও করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। স্বাস্থ্য কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশনের নিয়মিত কাজ নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য বিবাদী বাগে কমিশনের পুরনো অফিসের সংস্কারকাজ চলছে।

আজ দ্বিতীয় দিনে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, দাবি না মানলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার থেকেই সপ্তাহে পাঁচ দিনের কর্মদিবসের দাবিতে দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট শুরু হল। এই ধর্মঘটের জেরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পাশাপাশি কয়েকটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের পরিষেবাও ব্যাহত হয়। দুর্গাপুজোর মুখে ব্যাঙ্ক পরিষেবায় এই অচলাবস্থায় গ্রাহকদের সমস্যায় পড়তে হল। শুক্রবার ধর্মঘটের পর আজ দ্বিতীয় শনিবার এবং তার পরের দিন রবিবার। ফলে টানা তিনদিন স্বাভাবিক ব্যাঙ্ক পরিষেবা বন্ধ থাকবে। অভিযোগ একাধিক জায়গায় এটিএম পরিষেবাও ব্যাহত হয় বলে খবর। যেসব এটিএম চালু রয়েছে, সেখানে টাকা তুলতে গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয়। শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ শুরু হয়। আসানসোলে পাঁচ দিনের কর্মদিবসের দাবিতে বিক্ষোভে দ্বামিল হয়েছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মীরা। এই ধর্মঘটের জেরে পুজোর আগে ব্যাঙ্কের কাজ সারতে আসা বহু গ্রাহক সমস্যায় পড়েছেন। ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ২০২৪ সালের বেতন সংশোধনের সময় সপ্তাহে পাঁচ দিনের কর্মদিবস চালুর বিষয়ে লিখিত চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। এদিন সংগঠনের অভিযোগ, বারবার আইনি জটিলতার কথা বলে বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হয়।

ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এর পক্ষ থেকে ডাকা সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে কানাডা ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যরা সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল নারায়ণ সাহা বলেন, সরকার যদি আমাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না করে তাহলে আগামীদিনে আন্দোলন আরও তীব্রতর করা হবে। ধর্মঘট কর্মসূচিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুকান্ত দে, কুমার শংকর রায়চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড়খণ্ডের ব্যবসায়ী খুনে গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট ও সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝাড়খণ্ডের চান্ডিলে এক নামজাদা ব্যবসায়ীকে সুপারি দিয়ে খুনের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ও পুলিশ প্রশাসন। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের এক কর্মরত ট্র্যাফিক সার্জেন্ট এবং এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল ঝাড়খণ্ড পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। ধৃতদের নাম অয়ন গুপ্ত এবং টুইঙ্কল দাস। অয়নবাবু বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন এবং টুইঙ্কল কলকাতার চাউলপট্টি রোডের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। লালবাজারে দীর্ঘ জেরার পর তাঁদের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি মেলায় শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তারির পথ বেছে নেন ভিন রাজ্যের তদন্তকারীরা। এই নিয়ে চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ড মামলায় মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৪ অগস্ট চান্ডিল থানা এলাকার ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেলের সামনে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান ব্যবসায়ী নিখার সবলোক। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে লক্ষ্য করে প্রায় ৯ রাউন্ড গুলি চালায় পেশাদার খুনিরা। নিখারের কাঁধ, পিঠ এবং গলায় একাধিক গুলি লাগে। রক্তসংকটজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জামশেদপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, পুরনো ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ব্যবসায়ীকে রাস্তা থেকে সরাতে দেওয়া হয়েছিল মোটা টাকার সুপারি। প্রাথমিক অনুমান, খুনিকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা রফা করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই আততায়ীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে ঝাড়খণ্ড পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে গঠন করা হয় বিশেষ তদন্তকারী দল। ঝাড়খণ্ড ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে একে একে ৬ জন পেশাদার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই মেলে বিস্ফোরক তথ্য। জানা যায়, ধৃতদের মধ্যে অন্যতম মূল খুনির সঙ্গে কলকাতার এক ট্র্যাফিক সার্জেন্টের নিয়মিত ফোনালাপ ও যোগাযোগ ছিল। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীতে জানা যায়, ওই একই অভিযুক্তের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল ট্র্যাফিক গার্ডের অন্তর্ভুক্ত মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাসেরও।

সেই সূত্রের সূত্র ধরেই তদন্তের জল গড়ায় কলকাতায়। লালবাজার অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে পৌঁছয় ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে ডেকে পাঠানো হয় সার্জেন্ট অয়ন গুপ্ত এবং সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাসকে। লালবাজারের ঘরেই যৌথভাবে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'জনকে দফায় দফায় জেরা করেন ভিন রাজ্যের আধিকারিকেরা। পুরো জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়। কিন্তু জেরা চলাকালীন অভিযুক্ত আততায়ীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দু'জনেই বারবার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং সঠিক তথ্য দেননি বলে খবর। অবশেষে বয়ানে ক্রমাগত অসঙ্গতি মেলায় এবং মূল ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আঁতাতের জোরালো সম্ভাবনা থাকায় শুক্রবার সকালে অয়ন গুপ্ত ও টুইঙ্কল দাসকে গ্রেপ্তার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

রাজ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের লক্ষ্য

বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ওয়ার্ডরোবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য নিল বাজার্স স্টাইল রিটেইল লিমিটেড। রাজ্যে নতুন ১৪০টি স্টোর খোলার পাশাপাশি পুরুলিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনাও করছে এই সংস্থা। শুক্রবার সল্টলেক সিটি সেন্টারে বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ওয়ার্ডরোবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নেওয়া ওই ফ্যাশন ওয়াড্রোবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেখুন, বাজার্স স্টাইল রিটেইল লিমিটেড আজকে আমাদের ফ্যাশন জগতের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য নাম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন ধরেই বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নানা কারণ ছিল। আমরা চার মাসে নতুন সরকারের সময় ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়নরমেন্ট তৈরি করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে নানা প্রোগ্রাম করেছি।' দুর্গাপুজোর আগে এই রেকর্ড বাংলার জন্য নতুন পরিচিতি তৈরি করেছে বলেও তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের দুর্গাপুজো আসছে, তার আগে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়াড্রোবের উদ্বোধন এখানে করল এবং তাদেরকে গিনেস বুক অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছে। যা ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি। ইটস এ গ্রেট প্লেজার।'

শুক্রবার রাজ্যে কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এদের কাছ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, এরা পশ্চিমবঙ্গে ১১০-এর জায়গায় আগামী কিছুদিনের মধ্যে ২৫০ টি সেন্টার তৈরি করবে এবং এর ফলে আমাদের আরও এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে। এই মুহূর্তে ১০টা স্টেটে ২৭৫টা স্টোরে ডাইরেক্ট ৬,০০০ লোক কাজ করে। এর বাইরেও ৭৫,০০০ ইনডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট এরা দিয়েছে। ৮২৫ এমএসএমই ভেন্ডারস এদের সঙ্গে কাজ করছে। টোটাল ইনভেস্টমেন্ট প্রায় ১,৯০০ কোটি এবং এরা টার্গেট নিয়েছেন, আগামী তিন বছরে ৫,০০০ কোটি ইনভেস্টমেন্ট করবে।' এই সংস্থাটি আগামী তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১৪০টি নতুন স্টোর খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি চান দেড় বছরের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হোক। এছাড়াও পুরুলিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এই সংস্থাটি ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ একর জমি সরাসরি কিনেছে। সেখানে ভূমিপুজোয় উপস্থিত থাকার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ভবিষ্যতে প্রায় এক হাজার একর জমি কেনার প্রক্রিয়াও চলছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের অনুষ্ঠানে গত চার মাসে রাজ্যে শুরু হওয়া বা এগিয়ে চলা একাধিক শিল্প প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ডানকুনিতে শ্রীরাম ও লাক্স গোষ্ঠীর প্রকল্পে ৭০০ কোটি টাকার সম্প্রসারণ হচ্ছে। মেজিয়ায় শ্যাম স্টিলের ১৫ হাজার কোটি টাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সাঁকরাইলে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আমূলের ডেয়ারি এবং মিষ্টি-দইয়ের কারখানা তৈরি হচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে দু'টি নতুন আইসক্রিম কারখানার জন্য জমিও বাছাই করা হয়েছে। রঘুনাথপুরে অমিত মেটালিক্সের নতুন প্রকল্পের ভূমিপুজো হয়েছে। ইউকো ব্যাঙ্ক ১,৫০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করার পরে সেখানে কাজ এগোচ্ছে। নিউটাউনে এল অ্যান্ড টি-র ৭ লাখ ৪৫ হাজার বর্গফুটের ডেটা সেন্টার চালু হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ৬ হাজার কোটি টাকার নতুন প্ল্যান্ট উদ্বোধনের কথাও শুক্রবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও নতুন কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি এদিন দাবি করেন। জিআরএসই-তে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে চারটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুট উপকূলে ডিআরডিও-র একটি প্রতিরক্ষা প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে।

দেবরাজের মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে আইনজীবীকে হুমকি, দায়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে এবার রাজ্য সরকারের বিশেষ আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করে হুমকি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। প্রভাবশালী ওই নেতার নাম করে সরাসরি ওই আইনজীবীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। এমনকী দেবরাজের বিরুদ্ধে চলা মামলা নিয়ে তিনি যাতে বেশিদূর না এগোন, সেই মর্মে একপ্রস্থ হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। এই ঘটনায় চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে আইনজীবী মহল তথা রাজ্য রাজনীতিতে। ঘটনার পরেই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সুরক্ষার স্বার্থে বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই এই সংক্রান্ত একটি এফআইআর রুজু করা হবে।

পুলিশকে দেওয়া অভিযোগে বিভাসবাবু জানান, সম্প্রতি তাঁর মোবাইলে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনকর্তা নিজেকে তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দেন। শুধু তাই নয়, সরাসরি 'দাদা'র নির্দেশে তিনি ফোন করেছেন বলে দাবি করেন দেবরাজ ঘনিষ্ঠ। ফোনে কথা বলার সময় ওই ব্যক্তির গলা যথেষ্ট কড়া ও হুমকির সুরে বাঁধা ছিল। আইনজীবীকে স্পষ্ট ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, দেবরাজের মামলার বিষয়ে তিনি যেন অতিরিক্ত সক্রিয়তা না দেখান এবং বেশি দূর জলঘোলা না করেন। অন্যথায় তাঁকে ফল ভুগতে হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। বিভাসবাবুর দাবি, ফোন কাটার পর ট্রু-কলারে চোখ রাখতেই ওই ব্যক্তির নামের জায়গায় ফুটে ওঠে 'এবি কমিটি মেম্বার'। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে ফোনের ওপার থাকা ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ চালানো, জমি দখল থেকে শুরু করে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিপুল সম্পত্তি গড়ে তোলার ভুরি ভুরি চাঞ্চল্যকর অভিযোগে গত জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন বিধাননগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী।

নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে মুম্বইয়ের জাতীয় সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: মুম্বইয়ে আয়োজিত বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স বা নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে দু'দিনের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। শুক্রবার তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে নেওয়া উদ্যোগ ও সফল প্রকল্পগুলি নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই এগোবে রাজ্য সরকার। এই জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে, কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ আধিকারিক, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমদপ্তরের প্রতিনিধি-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। দু'দিনের এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য চালু থাকা প্রকল্প, কাজের অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের রাজ্যে নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। কোন রাজ্যে কী ভাবে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও এই জাতীয় সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, এক রাজ্যের সফল উদ্যোগ সম্পর্কে অন্য রাজ্য জানতে পারলে শ্রমিক কল্যাণের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নতুন পথ খুলতে পারে। বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আরও কার্যকর ভাবে শ্রমিকদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

শ্রমমন্ত্রী আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গেও নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার নিয়মিত কাজ করছে। দেশের অন্য রাজ্যগুলির সফল উদ্যোগগুলি খতিয়ে দেখে রাজ্যের শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাকে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া উপযোগী এবং কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। এছাড়াও এই সম্মেলনে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে রাজ্য সরকার কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানান মন্ত্রী অর্জুন সিং। জাতীয় সম্মেলনের আলোচনায় উঠে আসা অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা আরও ভালোভাবে সাজাতে সাহায্য করবে বলেও মনে করছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

বেআইনি নির্মাণের জালে তিলোত্তমা

হাজার কোটির মেগা দুর্নীতিতে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা, কিংবা মানিকতলা থেকে রাজাবাজার; শহরের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ৫০-এরও বেশি বহুতল। কিন্তু সেই সব রাজকীয় ইমারতের পেছনে কি শুধুই ইট-সিমেন্টের গাথুনি, নাকি জড়িয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার কালো টাকা আর বেআইনি বিদেশি মুদ্রা? গগনচুম্বী এই দুর্নীতির গতিপ্রকৃতি দেখে শেষমেশ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মামলাকারীরা। আর শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতেই কার্যত বোমা ফাটাল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। সোজা জানিয়ে দেওয়া হল; দুর্নীতির শেকড় কতটা গভীরে, তা খতিয়ে দেখতে এবার নামছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই। প্রয়োজনে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে তদন্ত চালাতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর তার জন্য আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যেই পেশ করতে হবে প্রাথমিক রিপোর্ট।

ঘটনার সূত্রপাত ক্যানাল ইস্ট রোড-সহ শহরের একাধিক প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা অন্তত ৫০টি অনুমতিহীন বহুতলকে কেন্দ্র করে। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দাবি করেন, চিহ্নিত ৪২টি বহুতল তৈরি করতে খরচ হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। অথচ অদ্ভুতভাবে, এই সব বিশালাকার আবাসন বা বাণিজ্যিক ভবনের আসল মালিক কে, কার পকেট থেকে এই বিপুল টাকা এল; তার বিন্দুমাত্র অফিসিয়াল নথি পুরসভার কাছে নেই। অভিযোগ, স্রেফ হাওয়া থেকে আসা বেআইনি বিদেশি মুদ্রা আর ভূতুড়ে কালো টাকাকে সাদা করার নিরাপদ স্বর্গরাজ্য বানিয়ে ফেলা হয়েছে এই আবাসন ব্যবসাগুলোকে। মামলাকারীদের সওয়াল, নাম-পরিচয়হীন এই বিপুল অংকের অবৈধ লেনদেন যে কোনো সময় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এর আগে আদালত এই সব বেআইনি খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি।

আর ঠিক এই জায়গাতেই আজ আদালতে কার্যত মুখ পুড়েছে কলকাতা পুরসভার। পুরনিগমের রহস্যময় নিষ্ক্রিয়তায় চরম ক্ষোভ উগরে দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারপতির চাঁচাছোলা প্রশ্ন, 'কেন এতদিন পুরসভা স্বতঃপ্রণোদিত অনুসন্ধান বা পদক্ষেপ করল না? এটা তো পুরসভা বা রাজ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল! বেআইনি নির্মাণ একের পর এক হয়েই চলেছে।

উপস্থিতির নিয়ম শিথিলের দাবি, ঘেরাও সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজের উপাধ্যক্ষ

বাধ্য হয়ে ইস্তফা দিলেন মহম্মদি তরন্নুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা ২৩ ঘণ্টার অবরুদ্ধ দশা। আলো-পাখা বন্ধ ঘরে জল-খাবারহীন দীর্ঘ যন্ত্রণা এবং কলেজ চত্বর জুড়ে অসংলগ্ন স্লোগান- এইসবের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ইস্তফাপত্রে সই করতে হল সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজের উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুমকে। তবে কলেজ প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরনোর পরই বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, স্বেচ্ছায় নয়, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের চরম শারীরিক ও মানসিক চাপে জোরপূর্বক তাঁর কাছ থেকে ইস্তফা লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় রাজ্য রাজনীতির শীর্ষ স্তরের হস্তক্ষেপ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপযুক্ত তদন্তের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজের অ্যাটেনডেন্স সংক্রান্ত একটি নতুন নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি কলেজের তরফে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ হাজিরা না থাকলে কোনও শিক্ষার্থীকেই আসন্ন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। শুক্রবারই ছিল পরীক্ষার ফর্ম পূরণের শেষ দিন। বিজ্ঞপ্তির বার্তা পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ। হাজিরা কম থাকা পড়ুয়াদের দাবি, শিথিল করতে হবে উপস্থিতির এই কড়া নিয়ম এবং সকলকেই পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিতে হবে।

এরপর দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই উত্তাল হয়ে ওঠে কলেজ চত্বর। উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুমকে তাঁর নিজের কক্ষে ঘেরাও করে রাখেন বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে আন্দোলনের ঝাঁঝ। রাত পেরিয়ে শুক্রবার গড়ালেও মেলে না কোনও রেহাই। উপাধ্যক্ষের অভিযোগ, আন্দোলনের নামে চলেছে চরম অমানবিক আচরণ। তাঁর ঘরের আলো ও পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমনকী টানা দু'দিন তাঁকে পানীয় জল ও খাবার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপাধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন, বিষয়টি পুরোপুরি তাঁর একার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। নিয়ম শিথিলের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমেই সমাধানের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে যাতে পুলিশ ঢুকে পরিস্থিতি আরও জটিল না করে, সেই বিষয়েও তিনি যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু তাতেও গলেনি বিক্ষোভের বরফ। উপাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে ঘরের বাইরে একটানা চলে স্লোগানবাজি।

অবশেষে শুক্রবার সকালে দীর্ঘ ২৩ ঘণ্টার মানসিক নির্যাতনের পর ইস্তফাপত্রে সই করেন মহম্মদি তরন্নুম। কলেজ ভবন থেকে তিনি যখন বাইরে বেরিয়ে আসেন, তখন চারপাশ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান উঠতে থাকে। এরপরই উপাধ্যক্ষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'জোর করে আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় কোনও ইস্তফা দিইনি। অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে, জল-খাবার না দিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।' গোটা ঘটনার সত্যতা প্রকাশ্যে আনতে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কাছে নিরপেক্ষ তদন্তে ন্র জোর দাবি জানান তিনি। এই ঘটনার পর কলেজের প্রশাসনিক স্তরে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন প্রশ্ন উঠছে ল' কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে নিয়ম মেনে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা নিয়ে, তেমনই অন্যদিকে কাটেনি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ও ফর্ম পূরণ সংক্রান্ত জটিলতাও।

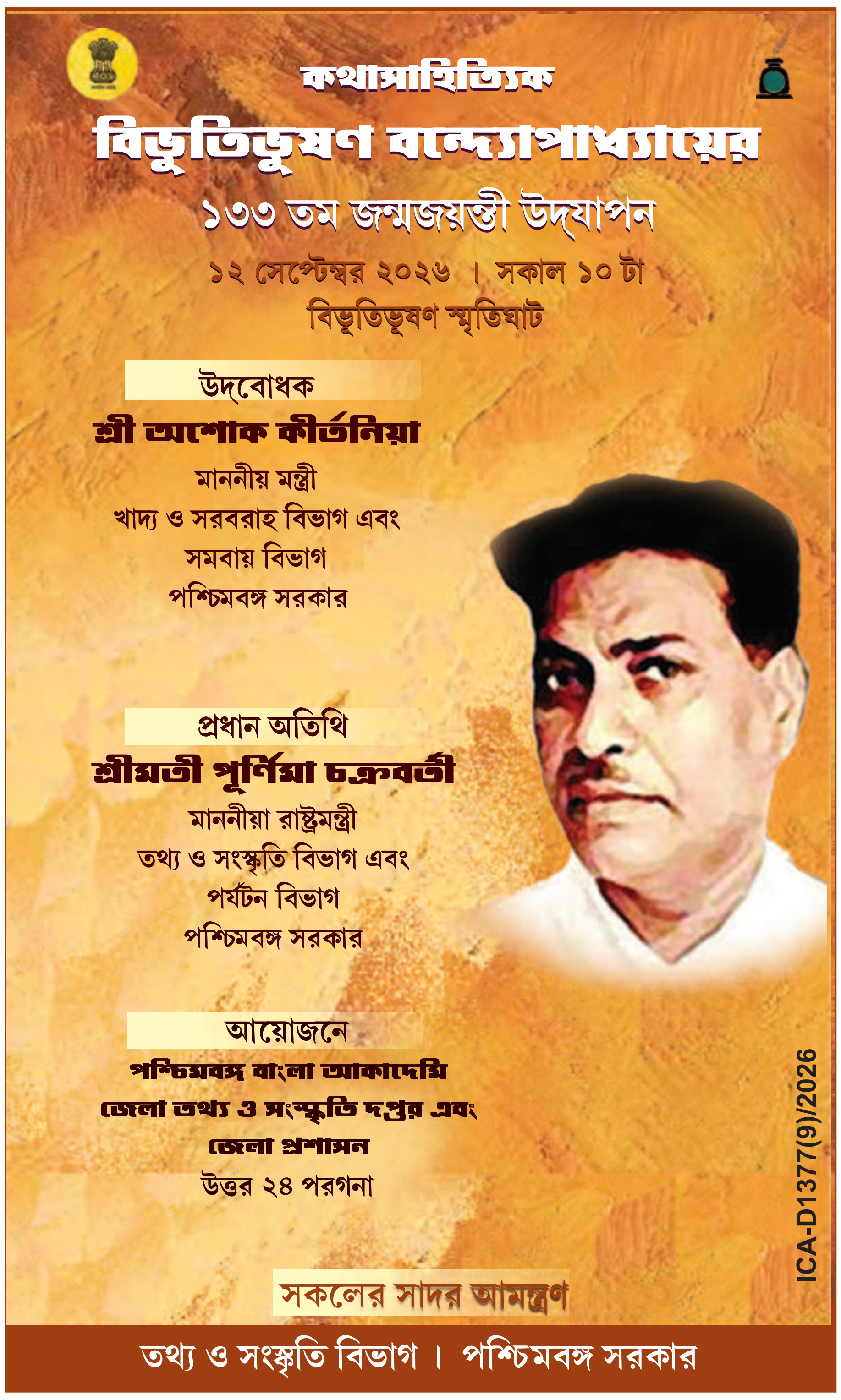

সম্পাদকীয়

সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ নেই, তাই কি অযাচিত বিতর্ক তৈরির চেষ্টা

বাংলার বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দৈন্যদশা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। মসনদে বসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে ভাবে কাজ করছেন তাতে বিরোধীতা করার মতো আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এখানেই হয়েছে সমস্যা। কারণ, বিরোধীদের হাতে আর কোনও অস্ত্র নেই। নিজেদের কোনও কর্মসূচিও নেই। দেড় দশক রাজ্য শাসন করার পর প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল থাকবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। তিন, চার টুকরো হয়ে তারা আপাতত অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি। রইল বাকি, বাম ও কংগ্রেস। সাইনবোর্ড থেকে বেরিয়ে এসে কবে তাদের আবার রাজনীতির ময়দানে দেখা যাবে, সেটাও একটা কঠিন প্রশ্ন। ফলে এই ময়দানে রয়েছে কেবল বিজেপি। ফলে ছত্রখান বিরোধীরা এখন কী করবে বুঝে উঠতেই পারছে না। এমনই এক অবস্থায় তাদের হাতে চলে এসেছে ধর্মগুরু বাগেশ্বর বাবার একটি মন্তব্য। যা নিয়ে এখন অকারণে বাজার গরম করতে নেমে পড়েছে বিরোধী দলগুলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের পোষা ইনফ্লুয়েন্সাররা নানা প্রচার চালাচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের মত দলগুলি অতি উৎসাহী হয়ে প্রতিবাদ, মিছিলে নেমে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কে এই বাগেশ্বর বাবা? আদতে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা বাগেশ্বর ধামের প্রধান। তাঁর আসল নাম ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। গোটা দেশে বাগেশ্বর বাবা নামেই তিনি জনপ্রিয়। তিনি রাজ্যে এসে দুর্গাপুজোর আচার ও পবিত্রতা নিয়ে তার মতো করে ভক্তদের জমায়েতে কিছু মন্তব্য করেন। যার ভিডিয়ো এখন সবার ফোনে ফোনে ঘুরছে। কিছু না পেয়ে এখন এই৷ নিয়েই মেতে উঠেছে বঙ্গ রাজনীতির ময়দান। কেন তিনি এটা বলবেন, কেন রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আতিথেয়তা দেখাবেন, এই নিয়ে বাজার গরম করতে শুরু করেছে তারা। বিষয়টি খুবই সোজা, আমিষ, নিরামিষ নিয়ে হিন্দি বলয়ের ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণা মেলে না। আর এটা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। কোথাও কারও কোনও সমস্যা হয়নি। তাহলে এখন কে কী বলল, তাই৷ নিয়ে হইচই করার মানে কি তা বোধগম্য হচ্ছে না।

শব্দছক ২৬৬

রবি দাস

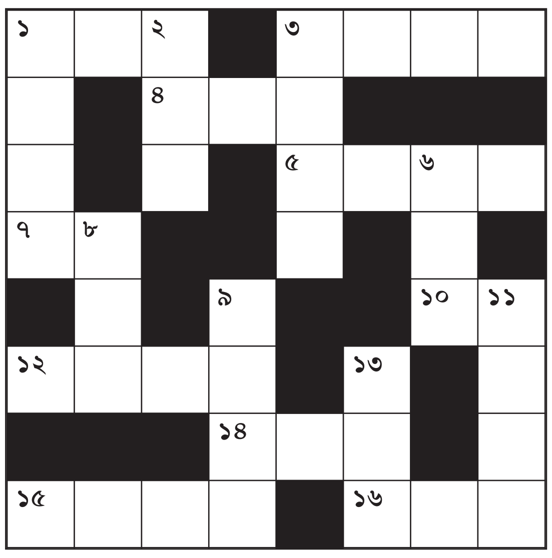

পাশাপাশি: ১. তফাৎ ৩. বাধাবিপত্তি ৪. সরবতে দেয় মিষ্টি তরল ৫. টক ও কষাটে স্বাদের চাটনীর আনাজ ৭. বৃক্ষ ১০. নতুন ১২. অনেক লোকজনের গোষ্ঠী ১৪. যে আনাজের খোলা দিয়ে চাটনী হয় ১৫. সামাল দিতে পারে না যে ২৬. নুন

ওপর-নিচ: ১. ক্রমাগত ২. রসজ্ঞান আছে যার ৩. ক্ষতিসাধন ৬. নৃপতি ৮. সঙ্গে থাকা ছোট বস্ত্র টুকরো ৯. অবস্থা ১১. শক্তিশালী ১৩. দুয়ার সমুখোর উন্মুক্ত ছোট অঞ্চল

সমাধান ২৬৫ — পাশাপাশি: ১. গুরুপাক ৪. বিকাল ৬. নটি ৭. পরম ৯. পটগুলটিশ ১১. চপল ১৪. আলোক ১৬. জবরদখল ১৯. হালত ২০. দাপ ২১. ময়লা ২২. মহাশয়

ওপর-নিচ: ১. গুণসূচ ২. রুটি ৩. কপট ৪. বিমল ৫. লঙ্কেশ ৮. রগুড়ে ৯. পল ১০. টিকালো ১২. পল্লব ১৩. বাদল ১৪. আল ১৫. কতিপয় ১৬. জখম ১৭. রহালা ১৮. খতম ২৩. দাশ

আজকের দিন

■ **১৯৪৩** — 'অপারেশন আইখে' চলাকালীন জার্মান প্যারাট্রুপাররা ইতালির প্রাক্তন স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনিকে কারাবাস থেকে উদ্ধার করে।

■ **১৯৫৯** — সোভিয়েত ইউনিয়নের লুনা ২ চাঁদে পৌঁছানো প্রথম মানবসৃষ্ট বস্তু হয়ে ওঠে।

জন্মদিন

দুর্গা যশরাজ

১৯১২ রাজনীতিবিদ ফিরোজ গান্ধির জন্মদিন।

১৯৭১ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দুর্গা যশরাজের জন্মদিন।

১৯৫৮ চলচ্চিত্রাভিনেতা পুনীত ইসারের জন্মদিন।

ব্রিক থেকে ব্রিকস

পাঁচ অক্ষরের স্বপ্নে বদলে যাওয়া পৃথিবী

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

পৃথিবীর ক্ষমতার মানচিত্রে পরিবর্তন হঠাৎ চোখে পড়ে না। প্রথমে তার আভাস মেলে অর্থনীতির পরিসংখ্যানের মাধ্যমে, তারপর বাণিজ্যের গতিপথ দিয়ে চলতে-চলতে, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ভাষায় তার প্রকাশ ঘটে। একুশ শতকের শুরুতেও বিশ্ব অর্থনীতির পরিচিত কেন্দ্রগুলি তাদের পুরনো দীপ্তি ধরে রেখেছিল। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, টোকিয়ো, প্যারিসের মতো শহরগুলি তখনও আন্তর্জাতিক পুঁজি, বাণিজ্য ও অর্থবাজারের প্রধান স্পন্দনকেন্দ্র রূপে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু সেই পরিচিত আলোর বাইরে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছিল দৃশ্যপট। এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার কয়েকটি বৃহৎ অর্থনীতি নিজেদের ভিত শক্ত করছিল দ্রুত। বিপুল জনসংখ্যা তাদের জন্য তৈরি করছিল বিশাল বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ জুগিয়েছিল উৎপাদনের শক্তি, প্রযুক্তি খুলে দিয়েছিল নতুন সম্ভাবনার সিংহ-দুয়ার। অর্থনীতির পুরনো কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি ধীরে-ধীরে উঠে আসছিল এক নতুন শক্তিরেখা। বিশ্ব অর্থনীতির আগামী দিনের গল্প যে আর একমাত্র পরিচিত শহরগুলির হাতে লেখা হবে না;তার প্রথম ইঙ্গিত তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

২০০১ সালে গোল্ডম্যান স্যাক্সের অর্থনীতিবিদ জিম ও'নিল (Jim O'Neill) পরিবর্তনের সেই নীরব স্রোতকে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে ধরার চেষ্টা করলেন। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চিন;চারটি দেশের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে জন্ম নিল 'ব্রিক' (স্কট্ডজ্জঙ্খ)। তাঁর গবেষণাপত্রটির নাম ছিল 'উন্নততর বিশ্ব অর্থনীতির ব্রিক নির্মাণ' (Building Better Global Economic BRICs)। ইংরেজি 'ইট' (Brick) শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত মিল রেখে তৈরি এই নামের মধ্যে যেন ভবিষ্যতের বিশ্ব অর্থনীতির নতুন কাঠামো নির্মাণের এক প্রতীকী ইঙ্গিতও লুকিয়ে ছিল। তখনও এই চার দেশ কোনও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক জোটে আবদ্ধ হয়নি। তাদের মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিস্তর পার্থক্য ছিল। তবু একটি জায়গায় তাদের পথ এসে মিলেছিল;দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেই সম্ভাবনাই চারটি পৃথক রাষ্ট্রকে একটি অভিন্ন নামে পরিচিত করে দিল। একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল এক নতুন যুগের প্রতীক।

একটি শব্দের এমন দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ যাত্রা বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে বিরল। জন্মের মুহূর্তে 'ব্রিক' (স্কট্ডজ্জঙ্খ) ছিল অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণের একটি পরিভাষা। অল্প সময়ের মধ্যেই তা পৌঁছে গেল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের আলোচনায়। অর্থনীতির অঙ্ক পেরিয়ে শব্দটি জায়গা করে নিল সংবাদপত্রের পাতায়, নীতিনির্ধারকদের আলোচনায় এবং রাষ্ট্রের কূটনৈতিক পরিসরে। ধীরে-ধীরে চারটি দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বোঝানোর সেই সংক্ষিপ্ত নামের অর্থও বিস্তৃত হতে থাকল। 'ব্রিক' তখন আর নিছক একটি অর্থনৈতিক ধারণা নয়;এক পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার পরিচায়ক। অর্থনীতির পরিসংখ্যান থেকে কূটনীতির টেবিল পর্যন্ত তার এই যাত্রা আসলে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য বদলে যাওয়ারই এক নীরব দলিল।

চারটি দেশের পথ অবশ্য এক ছিল না। ব্রাজিলের অর্থনীতি কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার শক্তির অন্যতম ভিত্তি জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ। চিন দ্রুত শিল্পায়ন ও রফতানিনির্ভর উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ভারতের শক্তি এসেছে বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, পরিষেবা, প্রযুক্তি, শিল্প, মানবসম্পদ এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষমতা থেকে। এই চারটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পৃথক হলেও তাদের মধ্যে একটি মিল ছিল;বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

২০০৬ সালে চার দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্তরে সহযোগিতার প্রক্রিয়া আরও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হল। ২০০৯ সালে রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবার্গে অনুষ্ঠিত হল প্রথম স্কট্ডজ্জঙ্খ শীর্ষ সম্মেলন। তখন পৃথিবী সদ্য বিশ্ব আর্থিক সংকটের অভিঘাত সামলাচ্ছে। পশ্চিমের দেশগুলি অর্থনীতির দুর্বলতার পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বের শক্তি তখন নতুন করে আলোচনায় আসছে। স্কট্ডজ্জঙ্খ সেই পরিবর্তনের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠল।

তারপর এল ২০১০ সাল। দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দিল এই জোটে। চার অক্ষরের শব্দে যুক্ত হল আর একটি অক্ষর। 'BRIC' হয়ে গেল 'BRICS'। নামের এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে ভৌগোলিক পরিসরের বড় বিস্তার লুকিয়ে ছিল। আফ্রিকা মহাদেশও যুক্ত হল সেই নতুন আন্তর্জাতিক সমীকরণে।

এরপর ব্রিকসের যাত্রা আরও দ্রুত হল। ২০২৪ সালে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দিল। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়াও পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা পেল। ফলে এগারো সদস্যের একটি বৃহত্তর সংগঠন হিসেবে ব্রিকসের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশ অংশীদার রাষ্ট্র হিসেবে এই কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সদস্যসংখ্যা বাড়লেও নামটি বদলানো হয়নি। এগারো দেশের জোট হয়েও 'ব্রিকস' নামটিই রয়ে গেল। এর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। ২০০১ সালে যে ধারণা জন্ম নিয়েছিল, তার সঙ্গে বর্তমান সংগঠনের একটি প্রতীকী সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছে।

তবে ব্রিকসের প্রকৃত পরিবর্তনটি দেখা যায় তার ভূমিকায়। অর্থনৈতিক সম্ভাবনার চার দেশের পরিচয় থেকে এটি এখন বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন পথ তৈরি, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং উন্নয়ন অর্থায়ন;সবই এখন ব্রিকসের আলোচনার অংশ।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো কি আজকের পৃথিবীর বাস্তবতাকে যথেষ্ট প্রতিফলিত করে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়েছিল, তখন পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ এশিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে। আফ্রিকার জনসংখ্যা ও বাজারের সম্ভাবনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিশক্তির গুরুত্বও অপরিসীম। ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোতে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দাবি করার প্রশ্ন ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

ব্রিকস সেই দাবির একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এর বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার ধারণা। অর্থাৎ বিশ্বরাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কয়েকটি শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত হবে। এই ধারণার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক অবস্থানেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে।

ভারত বরাবরই কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা বলেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যেমন গভীর হয়েছে, তেমনই রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা থাকলেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রও রয়েছে। ইরান, উপসাগরীয় দেশ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এই বহুমাত্রিক সম্পর্কের ভিতরেই ব্রিকস ভারতের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করে। ২০২৬ সালের দিল্লি শীর্ষ সম্মেলন সেই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে। ভারতের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে বিশ্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা উপস্থিত হচ্ছেন। আলোচনার বিষয় হিসেবে খাদ্য, জ্বালানি, সরবরাহ-শৃঙ্খল, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গুরুত্ব পাবে। কিন্তু আলোচনার দৃশ্যমান বিষয়ের আড়ালে আরও বড় একটি প্রশ্ন কাজ করবে। আগামী দিনের পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য কোন দিকে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের দিল্লি সফরকে আলাদা করে দেখতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে শি ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। প্রায় সাত বছর পর তাঁর ভারত সফর। শেষ বার ২০১৯ সালে মামল্লপুরমে মোদির সঙ্গে তাঁর অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছিল। তারপর ২০২০ সালের পূর্ব লাদাখের সংঘাত ভারত-চিন সম্পর্কের ভিতরে গভীর অস্বস্তি তৈরি করে।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশ সেই অস্বস্তি কমানোর চেষ্টা করছে। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র আলোচনাতেও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লিতে মোদি-শি বৈঠক হলে তার দিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির নজর থাকা স্বাভাবিক।

ভারত ও চিন একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সহযোগী। সীমান্তে মতপার্থক্য আছে। আবার বাণিজ্য, জলবায়ু, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ এবং বহু আন্তর্জাতিক মঞ্চে সহযোগিতার প্রয়োজনও রয়েছে। আধুনিক কূটনীতির এই জটিল বাস্তবতাই ব্রিকসের চরিত্রকে বোঝার একটি চাবিকাঠি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপস্থিতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলে বড় পরিবর্তন এসেছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। জ্বালানি, প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন প্রশ্নেও দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা হয়।

দিল্লিতে মোদি-পুতিন বৈঠক তাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বাইরে বৃহত্তর ভূ-রাজনীতিরও অংশ হয়ে উঠবে। ব্রিকসের ভিতরে রাশিয়ার অবস্থান এবং ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যের প্রশ্ন সেখানে অনিবার্যভাবে এসে পড়বে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইরান। ২০০৬ সালে ব্রিকসের প্রাথমিক বৈঠকের সময় পশ্চিম এশিয়া ও ইরান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। প্রায় দুই দশক পরে ইরান এখন ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য। এই পরিবর্তন ইতিহাসের এক সুন্দর পরিহাস। যে দেশকে একসময় দূর থেকে আলোচনার বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছিল, আজ সেই দেশ নিজেই আলোচনার টেবিলে বসছে।

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের কারণে ইরানের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। হরমুজ প্রণালি, জ্বালানি সরবরাহ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ;সবকিছুর সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দিল্লির ব্রিকস সম্মেলনে ইরানের উপস্থিতি কেবল সদস্যপদের আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন।

ব্রিকসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা। রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি ও শস্য উৎপাদক। ব্রাজিল কৃষি ও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ভারত বৃহৎ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এবং বিশাল ভোক্তা বাজার। উপসাগরীয় দেশগুলি জ্বালানি সরবরাহের কেন্দ্রে রয়েছে। ইরানেরও বিপুল জ্বালানি সম্পদ রয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়লে বিশ্ব অর্থনীতির সরবরাহ-শৃঙ্খলে তার প্রভাব পড়তে পারে।

কোভিড-পরবর্তী পৃথিবী দেখিয়েছে, সরবরাহ-শৃঙ্খলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। একটি অঞ্চলের যুদ্ধ বা একটি দেশের রফতানি-নিষেধাজ্ঞা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের বাজারেও মূল্যবৃদ্ধি তৈরি করতে পারে। খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ, সেমিকন্ডাক্টর কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও স্পষ্ট। তাই ব্রিকসের আলোচনায় সরবরাহ-শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই জায়গায় ভারতের স্বার্থও স্পষ্ট। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম বাজারগুলির অন্যতম। জনসংখ্যার বিশাল অংশ তরুণ। উৎপাদন, ডিজিটাল পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিতে ভারত দ্রুত এগোচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যের পরিবর্তিত কাঠামোয় ভারত নিজের জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে চাইছে। ব্রিকস সেই বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ।

তবে ব্রিকসকে একটি একক রাজনৈতিক জোট হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য যথেষ্ট। ভারত ও চিনের সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে গভীর সংঘাত চলছে। ব্রাজিলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারও অনেক ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলির থেকে আলাদা।

তবু এই পার্থক্যের মধ্যেই ব্রিকসের শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। একই মতের দেশগুলিকে এক জায়গায় বসানো সহজ। ভিন্ন স্বার্থের দেশগুলিকে একটি আলোচনার কাঠামোয় ধরে রাখা অনেক কঠিন। ব্রিকস সেই কঠিন কাজটিরই পরীক্ষা দিচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের দিল্লি সফরও সেই বৃহত্তর প্রশ্নকে সামনে আনছে। তিনি বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে পারেন। ১৯৪৫ সালের পৃথিবী এবং ২০২৬ সালের পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান অনেক। অর্থনীতি, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি এবং শক্তির ভারসাম্য বদলে গেছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো কতটা তাল মিলিয়ে চলতে পারছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

ব্রিকসের উত্থানকে সেই প্রশ্নের একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেখা যায়।

এখানে ভারতের ভূমিকা বিশেষ। ভারত একদিকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক গভীর করছে। অন্যদিকে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির কণ্ঠস্বরকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তাই কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর মধ্যে রয়েছে একটি বৃহত্তর কূটনৈতিক ধারণা;বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষাকে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

ব্রিকস সেই প্রচেষ্টাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর দেয়।

তবে সামনে চ্যালেঞ্জও কম নয়। সদস্যসংখ্যা বাড়লে মতের বৈচিত্র্য বাড়ে। মতের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতাও বাড়ে। ব্রিকস যদি কেবল ঘোষণাপত্র, সম্মেলন এবং কূটনৈতিক সৌজন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তার প্রভাব সীমিত থাকবে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন অর্থায়ন, প্রযুক্তি, জ্বালানি, খাদ্য এবং আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাস্তব প্রকল্প তৈরি করাই হবে তার সাফল্যের আসল মাপকাঠি।

নতুন সদস্য এবং অংশীদার দেশগুলির আগ্রহও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। অনেক দেশই এমন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ চাইছে যেখানে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পছন্দের পরিসর কিছুটা বিস্তৃত থাকবে। কোনও একটি শক্তিকেন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার পরিবর্তে তারা একাধিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছে। ব্রিকস সেই বহুমুখী কূটনীতির জন্য একটি সম্ভাব্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে।

দিল্লির সম্মেলনে তাই শুধু এগারোটি দেশের প্রতিনিধি বসবেন না। তাঁদের সঙ্গে বসবে এক বদলে যাওয়া পৃথিবীর অভিজ্ঞতা। বসবে যুদ্ধের অভিঘাত, জ্বালানি নিরাপত্তার উদ্বেগ, খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের দাবি।

একটি শব্দের জন্ম হয়েছিল ২০০১ সালে। তখন 'BRIC' ছিল অর্থনীতির একটি ধারণা। আজ 'স্কট্ডজ্জঙ্খ(' একটি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বাস্তবতা। এই পথের মধ্যে প্রায় পঁচিশ বছরের পৃথিবী বদলের ইতিহাস লেখা আছে।

সময়ের অদ্ভুত খেলা;একজন অর্থনীতিবিদ চারটি দেশের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে একটি শব্দ তৈরি করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ভাবেননি, সেই শব্দ একদিন রাষ্ট্রনেতাদের আলোচনার টেবিলে জায়গা করে নেবে। আরও ভাবেননি, একটি গবেষণাপত্রের পরিভাষা একদিন বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার বিতর্কের অংশ হয়ে উঠবে।

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে যখন ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা মুখোমুখি বসবেন, তখন তাঁদের সামনে থাকবে বহু প্রস্তাব, বহু স্বার্থ এবং বহু মতপার্থক্য। তার মধ্যেই তৈরি হবে সমঝোতার পথ। হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। সব মতপার্থক্যও দূর হবে না। কিন্তু একই টেবিলে বসার প্রয়োজনটুকু থেকেই একটি নতুন আন্তর্জাতিক বাস্তবতার জন্ম হতে পারে।

ব্রিকসের গল্প তাই চারটি দেশের গল্প দিয়ে শুরু হলেও আজ আর চারটি দেশের মধ্যে আটকে নেই। এটি সেই পৃথিবীর গল্প, যে পৃথিবী নিজের পরিচিত কেন্দ্রগুলির বাইরে নতুন কেন্দ্র খুঁজছে। এটি সেই মানুষের গল্পও, যারা পৃথিবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নিজেদের কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট শুনতে চায়।

একুশ শতকের পৃথিবী হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনও একক শক্তির পৃথিবী হবে না। হয়তো বহু শক্তি, বহু অঞ্চল এবং বহু স্বার্থের সমন্বয়ে তার নতুন কাঠামো তৈরি হবে। ব্রিকস সেই সম্ভাবনার একটি পরীক্ষাগার। দিল্লির সম্মেলন সেই পরীক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

চারটি অক্ষর থেকে পাঁচটি অক্ষর। চার দেশ থেকে এগারো সদস্য। একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা থেকে একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চ। এই দীর্ঘ যাত্রার দিকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর ইতিহাস কখনও কখনও বড় পরিবর্তনের সূচনা করে খুব ছোট একটি শব্দ দিয়ে। ব্রিক তেমনই একটি শব্দ ছিল।

আজ তার নাম ব্রিকস এবং তার ভিতরে ধীরে-ধীরে লেখা হচ্ছে পৃথিবীর আগামী দিনের একটি নতুন সম্ভাবনার গল্প।

(মতামত: ব্যক্তিগত)

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

আবেগপ্রবণ মানুষ সহজে বিশ্বাস করে, অতি দ্রুত ভালোবেসে ফেলে। তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে নেই। তারা বিশ্বাসঘাতককে ভয়ংকর ঘৃণাও করে, অপ্রত্যাশিত আঘাতও করতে পারে।

কোট-আনকোট

ডিআরডিও-র তরফে পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলের জুনপুটে একটি বড় প্রকল্প করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত ভাবে পরে জানাব।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদায় বন্যাকবলিত অঞ্চলে জলে ডুবে মৃত্যু দুই ছাত্র, এক কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় বন্যা কবলিত বৈষ্ণবনগর এবং ভুতনি থানা এলাকায় জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই পড়ুয়া এবং এক কৃষকের। এখনও পর্যন্ত এবছরের বন্যায় মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৪। কয়েকদিন আগেই এই ভুতনিতেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল দ্বিজেন মণ্ডল নামে এক কৃষকের। শুক্রবার সকালে ডিঙি নৌকা করে পাট আনতে গিয়েই আচমকাই বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয় উত্তর চণ্ডীপুর এলাকার বাসিন্দা আনিকুল ইসলামের (৩০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খুশবুটোলা এলাকাটি প্লাবিত হয়েছে। সেখানেই ডুবে থাকা কিছু পাট তোলার চেষ্টা করতে ডিঙি নৌকা নিয়ে যাচ্ছিল আনিকুল। মাঝপথেই বন্যার জলে সেই নৌকা উল্টিয়ে মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

এদিকে, কালিয়াচক ৩ ব্লকের অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর থানার শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাবাতুল্লা এলাকায় বন্যার জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই নাবালক পড়ুয়ার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই নাবালকের নাম রাইহান রহমান (১১) এবং ইয়াকুব শেখ (১২)। তাদের বাড়ি শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাবাতুল্লা এলাকায়। ওই দুই পড়ুয়া স্থানীয় একটি হাইস্কুলের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গেই প্লাবিত এলাকার পাশের একটি বাগানে খেলা করার সময় ওই দুই নাবালক আচমকায় কাবাতুল্লা গ্রামের প্লাবিত এলাকায় আচমকায় ঝাপাঝাপি শুরু করে দেয়। এরপরই হঠাৎই বন্যার জলের গভীরে তলিয়ে যায় ওই দুইজন। বিষয়টি জানতে পেরে অন্যান্যদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। ঘণ্টাখানেক পর স্থানীয় মাঝিদের সহযোগিতা নিয়েই দুই নাবালকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত রাইহান ও ইয়াকুবের বাবা হুমায়ুন রেজা এবং সাজু শেখ জানিয়েছেন, 'প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গঙ্গা নদীর জলে আমাদের গ্রামটি প্লাবিত হয়েছে। তার মধ্যেও কেউ বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। আবার কেউ এলাকার বাঁধগুলিতে কোনরকমে পলেথিন খাটিয়ে রয়েছে। এদিন ওই দুই ছেলে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতে গিয়ে আচমকাই বন্যার জলে পড়ে যায়। তারপরে ওরা তলিয়ে যায়। অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার জানিয়েছেন, বৈষ্ণবনগর থানার পারলালপুর, শোভাপুর, পারদেওনাপুর-সহ একাধিক এলাকা, গঙ্গা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। প্রায় ৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছেন। ইতিমধ্যে ১০টিরও বেশি ক্যাম্প তৈরি করে ওই এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হচ্ছে। দুই নাবালক পড়ুয়ার বন্যার জলে মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরেছি মৃতদের পরিবারের আর্থিক ক্ষতিপূরণের যাতে ব্যবস্থা করা হয় প্রয়োজনীয় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে, মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভুতনির বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতির মুখে পড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। হিরানন্দপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুক্রবারের মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬০টি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষ বন্যার কবলের মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভুতনি থানার পুলিশ রীতিমতো বানভাসী মানুষদের জন্য নৌকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সহযোগিতা করছে। শুক্রবার সকাল থেকেই ভুতনি থানার পুলিশ অন্তত ১০টি নৌকা ব্যবহার করে নতুন প্লাবিত এলাকাগুলিতে গিয়ে বানভাসীদের উদ্ধারকার্য চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ মানুষদেরও নৌকা করে মথুরাপুর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। এদিকে এদিন সকাল থেকেই ভুতনি থানার একাধিক পুলিশ অফিসার ও কর্মীরা নৌকায় চড়েই নজরদারি চালিয়েছেন বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলোয়। নৌপথে ঘুরে ঘুরে বিপন্ন ও জলবন্দি মানুষের কাছে প্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ। সঙ্গে রয়েছে প্রশাসনের অন্যান্য সাহায্যকারী দল ও ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। জলমগ্ন গ্রামগুলি থেকে বয়স্ক, শিশু এবং রোগীদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র বা উঁচু বাঁধের ওপর নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'প্রতিদিন নিয়ম করে ভুতনির বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় গিয়ে বানভাসি মানুষদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।'

অপহৃত তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফলতা: সরকারি দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় দিনেদুপুরে অপহরণের পর অবশেষে উদ্ধার হল নিখোঁজ তৃণমূল নেতার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ফলতার ভাদুড়া হরিদাস অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডলের (৪২) এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম অমিত সরদার, বিজয় দাস, অশোক কর্মকার ও সঞ্জিত শাসমল। ধৃতদের মধ্যে তিনজনই এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি পদে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি সূত্রের দাবি, ঘটনার সঙ্গে নাম জড়ানোর পরেই ওই চারজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলতার রামনগর থানার বরদা গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেব মণ্ডল সেচ দপ্তরের ফলতা বলরামপুর অফিসের কর্মী ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে অফিসে একটি বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলাকালীন আকস্মিকভাবে আগুন ধরে যায়। কর্মীরা যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যস্ততা সামাল দিচ্ছেন, ঠিক তখনই কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি দপ্তরে আসেন। বুদ্ধদেববাবুর স্ত্রীর অভিযোগ, 'পূর্বপরিচিত হওয়ায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বুদ্ধদেববাবু। কথা বলতে বলতেই অভিযুক্তরা তাঁকে অফিসের গেটের বাইরে নিয়ে যায় এবং আগে থেকে রাখা বাইকে জোর করে তুলে চম্পট দেয়। সহকর্মীরা ছুটে এসে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আটকাতে পারেননি।' নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের তরফ থেকে ফলতা থানায় অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে জেরা শুরু করে। এরই মধ্যে নামখানা থানার পাতিবুনিয়া এলাকা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় চরম উদ্বেগ। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্ত ও শনাক্তকরণের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে নিয়ে আসে। মর্গে গিয়ে বুদ্ধদেববাবুর পরিবারের সদস্যরা ক্ষতবিক্ষত দেহটি শনাক্ত করেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুবিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, 'আমি এই ঘটনার মধ্যে কোনও রাজনীতিকে জড়াতে চাইছি না। আমার স্বামীর খুনিদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক ও সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হোক।' অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব জানিয়েছেন, 'পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে চারজনকে পাকড়াও করেছে। অপহরণ ও খুনের নেপথ্যে পুরনো কোনও শত্রুতা নাকি অন্য কারণ রয়েছে, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ফলতা থেকে নামখানা, বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্পেশাল ট্রেন
হাওড়া ও লামডিং এবং কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে

আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছট পূজার সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে **হাওড়া ও লামডিং** এবং **কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ির** মধ্যে স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবেঃ-

০৩০০৫/০৩০০৬ হাওড়া - লামডিং - হাওড়া স্পেশাল

হাওড়া - লামডিং স্পেশাল			(০৩০০৫) (০৩০০৬)	লামডিং - হাওড়া স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শুক্রবার	--	০৭.১৫	↓ হাওড়া	১২.৩০	--	রবিবার
	১১.০০	১১.০৫	আজিমগঞ্জ	০৭.১৫	০৭.২০	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	
	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	
শনিবার	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	শনিবার
	০৮.০০	--	লামডিং ↑	--	১১.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পথিমধ্যে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাখ্যা, জাগি রোড, চাপারমুখ, হোজাই এবং লঙ্কা স্টেশনেও থামবে।

● **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ হাওড়া থেকে ০৩০০৫ ঃ ১৬.১০, ২৩.১০, ৩০.১০, ০৬.১১, ১৩.১১, ২০.১১ ও ২৭.১১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ৭ ট্রিপ এবং লামডিং থেকে ০৩০০৬ ঃ ১৭.১০, ২৪.১০, ৩১.১০, ০৭.১১, ১৪.১১, ২১.১১ ও ২৮.১১.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ৭ ট্রিপ।** ● **গঠন ঃ** এসি ৩-টিয়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস - ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = মোট ২২টি কোচ; ● **ক্যাটাগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল

কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল			(০৩১২৯) (০৩১৩০)	নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনি ও রবি	--	২৩.১০	↓ কলকাতা	০০.৪০	--	সোম ও মঙ্গল
রবি ও সোম	০০.২৬	০০.২৮	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	রবি ও সোম
	০১.৫০	০১.৫২	কাটোয়া	২১.০০	২১.০২	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	--	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	--	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পথিমধ্যে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে।

● **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ কলকাতা থেকে ০৩১২৯ ঃ ১৭.১০, ১৮.১০, ২৪.১০, ২৫.১০, ৩১.১০, ০১.১১, ০৭.১১, ০৮.১১, ১৪.১১, ১৫.১১, ২১.১১, ২২.১১, ২৮.১১ ও ২৯.১১.২০২৬ তারিখ (শনিবার ও রবিবার) = ১৪ ট্রিপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১৩০ ঃ ১৮.১০, ১৯.১০, ২৫.১০, ২৬.১০, ০১.১১, ০২.১১, ০৮.১১, ০৯.১১, ১৫.১১, ১৬.১১, ২২.১১, ২৩.১১, ২৯.১১ ও ৩০.১১.২০২৬ তারিখ (রবিবার ও সোমবার) = ১৪ ট্রিপ।**

● **গঠন ঃ** এসি ৩-টিয়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস - ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = মোট ২২টি কোচ; ● **ক্যাটাগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Bishnupur Public Institute Of Education
Email: **bpie2015@gmail.com, Web: www.bishnupurinstitute.com**
M - 6294768833/9083265129/131/135/137/138
Recognized by N.C.T.E. & Affiliated to B.S.A.E.U & W.B.B.P.E. (Code ERCAPP3868) Plot No.: 330, Vill.: Siromonipur, P.O.: Gossaipur, City: Bishnupur, Dist.: Bankura, Pin-722122, W.B.

Required for the post of B.Ed. Department: Principal, Assistant Professor of following subjects in Food & Nutrition, Music, Philosophy, Librarian, Administrative, & Technical support staff. Qualifications are required as per NCTE norms. Willing candidates are requested to send their CV with all testimonials, including Adhaar Card, Pan & Colour Photo mentioning Name of Post to the above- mentioned E-mail id & by post within 7 days. **Secretary**

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের অফিস সংলগ্ন নবনির্মিত দোকানঘরগুলি বন্টনের জন্য আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী বিলি করা হবে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের গণনা বিভাগ থেকে।
আবেদনপত্রের মূল্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫.০৯.২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

স্বাঃ অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

Advt._Memo no- 653(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur
Dated- 11.09.2026

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বাঁকুড়া (৬৪১৮২)
৫ম ফ্লোর চট্টলস বিল্ডিং, এসপিবিবি ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস, নতুনচটি, বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১ (প.ব.), ই-মেইল আইডি : sbi.64182@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বাঁকুড়া**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৩ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২৪.০৩.২০২৩ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী মথুর চন্দ্র মন্ডল, পিতা- দশরথ মন্ডল, গ্রাম- লেদাসন, বিনোদনগর, পোঃ- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১৫২-কে ১১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১২,৯৬,৪৫২ টাকা (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো বাহান্ন টাকা) (এইচবিএল অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭০১৬২০৩৩২০-এর ১২,৪৯,৭৩৯/- টাকা এবং এসবিআই ঋণরক্ষা অ্যাকাউন্ট- ৩৭০১৯২৮২৫৩৮-এর ৪৬,৭১৩/- টাকা)** এবং এর সাথে অনাদায়ী সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বাঁকুড়া**-এর **১১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১২,৯৬,৪৫২/- টাকা (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো বাহান্ন টাকা)** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ডিএসআর বাঁকুড়া, জেলা বাঁকুড়া-তে নিবন্ধিত ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের **দলিল নং I-010101781/2016**, বুক-১, ভলিউম নং-০১০১-২০১৬, পাতা ২৮৭৩৬-২৮৭৪৬ জমা দেওয়ার মাধ্যমে কল্যাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে লেদাসন, মৌজা- বিনোদনগরে অবস্থিত জেএল নং -১০, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, এলআর প্লট নং ৪১০-এ **১১.৪২ ডেসিমেল** বাস্তু জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সম্পত্তিটি মথুর চন্দ্র মন্ডলের নামে রয়েছে।
উত্তরে : গৌতম প্রামাণিকের জমি, **দক্ষিণে :** শ্যাম এস তন্তুবায়ের জমি, **পূর্বে :** অনাথ পাল এবং অন্যান্যদের জমি, **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।

দ্রষ্টব্য : এই বিষয়ে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এর আগের ১০.০৬.২০২৬ এবং ১০.০৯.২০২৬ তারিখের ১৩(৪) দখল বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বাঁকুড়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্বিতীয় তারাপীঠে বিধায়ক প্রশান্ত দিগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দ্বিতীয় তারাপীঠ মন্দিরে বিশেষ পুজো দিলেন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। গোঘাট বিধানসভার অন্তর্গত পানপাতায় অবস্থিত দ্বিতীয় তারাপীঠ মন্দিরে গিয়ে পরম আরাধ্যা মা তারার পবিত্র দর্শন লাভ করেন বিধায়ক। মন্দিরে নিয়ম মেনে পুজো ও প্রার্থনা করে গোঘাটবাসীর মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন বিধায়ক। তাঁর প্রার্থনা, মা তারার কৃপায় গোঘাট বিধানসভা এলাকার প্রতিটি পরিবারে যেন সুখ -শান্তি বজায় থাকে এবং মানুষের জীবন আরও সুন্দর ও মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের কথাও শোনেন তিনি। পুজো শেষে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'দ্বিতীয় তারাপীঠে এসে মা তারার দর্শন ও পুজো দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। গোঘাটবাসীর মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। মা তারার আশীর্বাদে সকলের জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠুক, এটাই আমার কামনা। এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করার শক্তিও যেন মা আমাকে দেন।' বিধায়কের এই বিশেষ পুজোকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, 'এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রশান্ত দিগার নিয়মিত মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। নিজের এলাকার মানুষের মঙ্গল কামনায় ধর্মীয় স্থানে এসে পুজো দেওয়ার বিষয়টিকেও তাঁরা ইতিবাচকভাবে দেখছেন। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, অদ্বিতীয় তারাপীঠ আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বিধায়ক এখানে এসে গোঘাটবাসীর জন্য পুজো দিয়েছেন, সকলের ভালো থাকার জন্য প্রার্থনা করেছেন, এটা ভালো উদ্যোগ। আমরা চাই এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকুক এবং গোঘাটের আরও উন্নয়ন হোক।' আরও এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'মা তারার কাছে আমরা সবসময় পরিবারের পাশাপাশি এলাকার মানুষের মঙ্গল কামনা করি। বিধায়কও গোঘাটবাসীর জন্য পুজো দিয়েছেন। মায়ের আশীর্বাদে এলাকার মানুষের সুখ-শান্তি বজায় থাকুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।' ধর্মীয় আবহের মধ্যেই এদিন দ্বিতীয় তারাপীঠ মন্দিরে বিধায়কের পুজো ঘিরে ভক্তদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরে পুজো ও প্রার্থনার মাধ্যমে গোঘাটবাসীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করে দিনটি পালন করেন বিধায়ক প্রশান্ত দিগার।

খাদ্য সুরক্ষার অভিযানে বাধা, তারকেশ্বরে সিল চানাচুর কারখানা

কর্মহীন ২০০ জন শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে তারকেশ্বরে একটি নামকরা চানাচুর প্রস্তুতকারক কারখানা আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর জেরে পুজোর মুখে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ২০০ জন শ্রমিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত ওই চানাচুর কোম্পানির লাইসেন্স সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চানাচুর কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করা হয়েছে। যদিও চানাচুর কারখানার মালিক বংশীবদন দলুই অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে তারকেশ্বরের চানাচুর কারখানা-সহ হুগলি জেলায় মোট ১১টি ইউনিট বন্ধ করা হয়েছে।

হুগলি জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না জানান, 'খাদ্য সুরক্ষা বিধি না মানায় এবং সরকারি কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তারকেশ্বরের চানাচুর কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।' যদিও বংশীবদন বলেন, 'আমার কোম্পানির লাইসেন্স ইচ্ছাকৃত ভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আপাতত কারখানা বন্ধ। এরফলে প্রায় ২০০ কর্মী এবং সেলসম্যান কর্মহীন হয়ে পড়লেন পুজোর মুখে।' তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান জানান, 'সরকারি নির্দেশ মেনে ফুড সেফটি আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় রেড করেছেন। ওই চানাচুর কোম্পানিও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিযানের সময়ে তিনি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করেন।'

কৌশিকী অমাবস্যায় মা কালী ও মহাদেবের পুজো দিলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।

চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হল যুব সংসদ প্রতিযোগিতা।

ধানশিমলা পঞ্চায়েতে পালাবদল
তৃণমূলের সমর্থনে বোর্ড গঠন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস, সেই ধানশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতেই এবার ঘটল বড় রাজনৈতিক পালাবদল। তৃণমূল কংগ্রেসের সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিকে সমর্থন করায় ধানশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল বিজেপি।

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, ধানশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১২টি সংসদের মধ্যে ১০টি সংসদে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। একটি সংসদে জয় পেয়েছিল বিজেপি এবং অপর একটি সংসদে জয়ী হয়েছিল সিপিআইএম। অর্থাৎ নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ। এদিন বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সাতজন সদস্য বিজেপিকে সমর্থন করেন। এর সঙ্গে বিজেপির নির্বাচিত একজন সদস্যকে নিয়ে মোট আটজনের সমর্থনে পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিজেপি। আর সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই ধানশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠন করল গেরুয়া শিবির। নতুন পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন চন্দনা বাউড়ি। তিনি ১৩৯ নম্বর বিদ্যাভবন বুথের বিজেপি সদস্য। অন্যদিকে, ১৪২ নম্বর ধাদগি ডাঙা বুথের তৃণমূল সদস্য শ্যাম টুডু পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের সময় তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েতে এভাবে বোর্ডের সমীকরণ বদলে যাওয়াকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূলের সাতজন সদস্যের বিজেপিকে সমর্থন করার বিষয়টি স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। একদিকে নির্বাচনের ফলাফলে তৃণমূলের বড়সড় সাফল্য, অন্যদিকে কয়েক বছর পর সেই পঞ্চায়েতেই তৃণমূলের সদস্যদের সমর্থনে বিজেপির বোর্ড। ধানশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন আগামী দিনে স্থানীয় রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

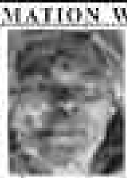

This is the photograph of Unknown Male Dead Body, found on 01.09.2026 at about 08.31 hrs. Lying between GRP : IWN at KM 102/0 - 102/15 outside the track (Body between UP MT and UP HBC line). Description of the Dead body is Age - 55 Years (Approx), Sex: Male, Complexion-Sallow, Height- 5 Feet 5 Inch (Approx), Build - Medium, Hair - Black and white, Wearing - (i) Blue half pant and blue check lungi, (ii) Black half shirt. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D 1372(3)/2026

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
৩৬০ ওয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন বাটলিভালা অ্যান্ড কারানি সিকিউরিটিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) (CIN :U67120WB1998PTC087160), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় ফ্লোর, রুম নং-৩ ও ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১, ভারত সম্পর্কিত।
......**আবেদনকারী কোম্পানি/কোম্পানি**
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্য"**-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত **২৯ মে, ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত **বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক -এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে কোম্পানি।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন-এর কাছে সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আপত্তিপত্র পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
৭ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় ফ্লোর, রুম নং-৩ ও ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
৩৬০ ওয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন বাটলিভালা অ্যান্ড কারানি সিকিউরিটিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর পক্ষে
স্বা/-
সাহিল মুরারকা
তারিখ : ১২-০৯-২০২৬ — ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা — ডিআইএন : ০৬৭১৭৮২৭

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয়: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে
যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা/গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড। 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং/অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
H082HL250725110948, H082HL250725110948G, H082HL250725110948L, H082HT250806100906, H082HT250806100906L	1. পাপড়ি চৌধুরী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 03.09.2026 এনপিএ তারিখ : 01/09/2026	02/09/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ5146762.57/- (টাকা একান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশো বাষট্টি এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-I উত্তর 24 পরগণা জেলার মৌজা – মণ্ডলগাথি, জে.এল. নং 6, থানা – রাজারহাট (এখন বাগুইহাটি)–এ "CC এবং AA" টাইপ হাউসিং স্কীমের জন্যে ব্যবহৃত নিম্নলিখিত দাগ নং পূর্ণ দাগ নং 423, 425, 426, 427, 428, 456, 457, 458, 459, 460 এবং 461, পার্ট দাগ নং : 452 এবং 483 সম্বলিত জায়গায় অবস্থিত বেশী বা কম প্রায় 2.29 একর পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গড়া ও নির্মিত "অনুপমা হাউসিং কমপ্লেক্স" নামযুক্ত ও পরিচিত ইমারতের ফেজ –ii, ব্লক নং 80, টাইপ CC–এর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ফোর্থ ফ্লোরে প্রায় 81.78 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের '13' নং যুক্ত ফ্ল্যাট। চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – নজরুল ইসলাম এভিনিউ; পশ্চিমদিকে – অন্যান্য সম্পত্তি; উত্তরদিকে – অনুপমা ফেজ ii; South By – ডব্লুবিএসইবি'র সাব স্টেশন, এসটিপি এবং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স।

তারিখ: 12.09.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ		তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
			তারিখ	বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	
KOLHL17000393, KOLHL17000394	1. অমিত গুপ্ত – ঋণগ্রহীতা 2. শঙ্কর গুপ্ত – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং 20'র সীমার মধ্যে থাকা পরিসর নং 20/1, কাশী দত্ত স্ট্রিট, এখন 20/1/এ, কাশী দত্ত স্ট্রিট, থানা – জোড়াবাগান, কোলকাতা – 700006–এ দণ্ডায়মান চার তলা ইমারতের সঙ্গে একত্রে বেশী বা কম 2 কাঠা 11 ছটাক 1 বর্গফুট পরিমাপের ওপর প্রায় 690 বর্গফুট সুপা বিল্ট আপ এরিয়া কাঠামাগত পরিমাপের থার্ড ফ্লোরে (সামনের অংশ) ফ্ল্যাট নং 3এ হওয়া একটা স্বয়ং নিহিত আবাসনিক ফ্ল্যাট।	14-05-2026	14/05/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ27,04,159.7/- (টাকা সাতাশ লাখ চার হাজার একশো উনষাট এবং সাত পয়সা মাত্র।)	প্রতীকমূলক দখল 10–09–2026
KOLHL18000389, KOLHL16000321, KOLHL20000155	1. মনোজ কুমার আগরওয়াল – ঋণগ্রহীতা 2. রাজেশ আগরওয়াল – সহ–ঋণগ্রহীতা 3. সূর্যকান্ত আগরওয়াল – ঋণগ্রহীতা 4. আগরওয়াল ট্রেডার্স – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা – হাওড়া'র মধ্যে, মৌজা – একসারা, জে.এল নং 4, খতিয়ান নং 371, 372, দাগ নং 1012, 1013, হোল্ডিং নং 1063, 1064, থানা – বালি, বর্তমানে লিলুয়া'র মধ্যে মোট 7 কাঠা 14 ছটাক ও 02 বর্গফুট জমিতে 2 কাঠা, 9 ছটাক, 32 বর্গফুট (200 বর্গফুট আর.টি শেড রুম) পরিমাবের বাস্তু জমি এবং 5 কাঠা, 4 ছটাক ও 15 বর্গফুট পরিমাপের সালি জমি।	23-05-2026	23/05/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ31,37,761.35/- (টাকা একত্রিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো একষট্টি এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)	প্রতীকমূলক দখল 11/09/2026

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 12.09.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

Canara Bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট,
৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬

ই-নিলাম তারিখ ২৮.০৯.২০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নেওয়া হয়েছে এবং তা ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক.	খ.	গ.	ঘ.	ঙ.
ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি শাখা ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: অভিজিৎ ঘোষ,** দিগননগর, বাথানগাছি-দিগননগর বাজার, ৭৪১৪০১। **খ) শ্রী অভিজিৎ ঘোষ (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- শ্রী জলধর ঘোষ, গ্রাম- ঘোলগাছি, পোঃ- দিগননগর, নদীয়া- ৭৪১৪০১। **গ) অরিন্দম ঘোষ (গ্যারান্টার)** পিতা- শ্রী জলধর ঘোষ, গ্রাম- ঘোলগাছি, পোঃ- দিগননগর, নদীয়া- ৭৪১৪০১। **ঘ) শ্রী জলধর ঘোষ (গ্যারান্টার)** পিতা- শ্রী কামাখ্যা ঘোষ, গ্রাম- ঘোলগাছি, পোঃ- দিগন- নগর, নদীয়া-৭৪১৪০১।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **১,৩৮,৬৩,৯৪৩.৬৮ টাকা (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শো তেতাল্লিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র)।** **খ) ০৪.১০.২০২৩** **গ) ১৩.১২.২০২৩**	**(i) সম্পত্তি নং ১: শ্রী জলধর ঘোষের (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা):-** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল: - দিগননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ- দিগননগর, পিন- ৭৪১৪০১, জেলা: নদীয়ার অন্তর্গত মৌজা: ঘোলগাছিতে অবস্থিত জে.এল. নং ৭৭, দাগ নং ১১৩, খতিয়ান নং ৩৯-এ শ্রী কামাখ্যা ঘোষের পুত্র **শ্রী জলধর ঘোষের নামে** ১৭ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত একটি একতলা আবাসিক ভবন। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: রাস্তা, দক্ষিণে: ছাইয়া বৈরাগীর সম্পত্তি, পূর্বে: যুধিষ্ঠির ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে: রঘুনাথ মণ্ডলের সম্পত্তি। **(ii) সম্পত্তি নং ২: শ্রী অভিজিৎ ঘোষের (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা):-** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল: দিগননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ- দিগননগর, পিন-৭৪১৪০১, জেলা: নদীয়ার অন্তর্গত মৌজা: ঘোলগাছিতে অবস্থিত জে.এল. নং ৭৭, খতিয়ান নং এল.আর. ১৯৭২, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ৭-এ শ্রী জলধর ঘোষের পুত্র **অভিজিৎ ঘোষের নামে** ১০ ডেসিমেল ভিটি (viti) জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: অন্যান্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে: বংশী ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে: বংশী ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা এবং **শ্রী অরিন্দম ঘোষের (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল:-** দিগননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ- দিগননগর, পিন-৭৪১৪০১, জেলা: নদীয়ার অন্তর্গত মৌজা: ঘোলগাছিতে অবস্থিত জে.এল. নং ৭৭, খতিয়ান নং এল.আর. ১৯৭৫, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ৭-এ শ্রী জলধর ঘোষের পুত্র **অরিন্দম ঘোষের নামে** ১০ ডেসিমেল ভিটি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: অন্যান্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে: বংশী ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে: বংশী ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা। **(iii) সম্পত্তি নং ৩: শ্রী অরিন্দম ঘোষ (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা) এবং শ্রী অভিজিৎ ঘোষের (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা):-** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল: দিগননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ- দিগননগর, পিন- ৭৪১৪০১, জেলা: নদীয়ার অন্তর্গত মৌজা- হাতিশালা, জে.এল. নং ৮১, খতিয়ান নং এল.আর. নং ২২৬, দাগ নং ৬৫৮/২৩৩৩-এ শ্রী জলধর ঘোষের পুত্র **অরিন্দম ঘোষ এবং অভিজিৎ ঘোষের নামে** ১৭ ডেসিমেল ভিটি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: নিতাই দেবনাথের সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে: বাদল মণ্ডলের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি, পূর্বে: বরুণ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে: প্রশান্ত বিশ্বাস এবং বিশ্বনাথ ঘোষের সম্পত্তি। **(সমস্ত সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) i) ২৭,৬৫,০০০.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) ii) ১৮,৩০,০০০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) iii) ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) i) ২,৭৬,৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) ii) ১,৮৩,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) iii) ৩,৩০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) গ) ১০০০০/- টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) i) ২,৭৬,৫০০.০০ টাকা, ii) ১,৮৩,০০০.০০ টাকা এবং iii) ৩,৩০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
২.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মন্টু মণ্ডল,** পিতা- রজেন্দ্র নাথ মণ্ডল, মহেশ্বর, পোঃ- উস্থি, থানা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৪	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৩২,০৩,৭৮৭.৫৫ টাকা (বত্রিশ লক্ষ তিন হাজার সাতশো সাতাশি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)।** **খ) ১৩.০৩.২০২৫** **গ) ১৯.০৫.২০২৫**	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৩ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমির উপর নির্মিত ৩এ নম্বরযুক্ত একটি তিন তলা আবাসিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় (২য় ফ্লোরে) (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক) ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের কমবেশি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মেঝে মার্বেল দিয়ে তৈরি এবং এটি ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (একটি) রান্নাঘর, ১ (একটি) টয়লেট নিয়ে গঠিত, যা প্রাঙ্গণ নং-১৩, সুজনী, মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩ বর্তমান ১২৩, তৌজি নং-২৩৫, ২৩৭-২৪০ -এ অবস্থিত, যার এল.আর. দাগ নং-৩৭৩৯, আর.এস. খতিয়ান নং-১৮২২, এল.আর. খতিয়ান নং-১০৬৬৫ -এর অধীনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১৪৩-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যার অ্যাসেসি নং-৭১১৪৩১৩৩০০৩৫, থানা- বেহালা, তারপর ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০১০৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এ.ডি.এস.আর. বেহালা, ডি.আর. আলিপুর-এ নিবন্ধিত এই কনভেয়েন্স ডিডের ফ্ল্যাটটি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সংযুক্ত প্ল্যানে লাল রঙ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর সাথে যে জমির উপর ভবনটি নির্মিত তার অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ এলাকা, সুবিধা ও দায়বদ্ধতাগুলির সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলিও সংযুক্ত রয়েছে। সেখানে লিফট সুবিধা নেই। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: আর.এস. দাগ নং-৩৭৫২-এর জমি দ্বারা। দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা দ্বারা। পূর্বে: আর.এস. দাগ নং-৩৭৩৯-এর জমি দ্বারা। পশ্চিমে: আর.এস. দাগ নং-৩৭৩৯-এর জমি দ্বারা। **(সমস্ত সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ১৭,৩০,০০০.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৭৩,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০০০০/- টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ১,৭৩,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৩.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স ৩ স্টার কোল্ড স্টোরেজ অ্যান্ড ফিশ প্রসেসিং,** মৌজা- ইটিণ্ডা, থানা- বসিরহাট, ইটিণ্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা: বসিরহাট, পোঃ ইটিণ্ডা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৯২ **খ) বাপী সর্দার,** কারিগর পাড়া, ইটিণ্ডা বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৯২	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৬,৬৫,৮৫,১৮৪.৭০ টাকা (ছয় কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার একশো চুরাশি টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)** **খ) ২৬.১১.২০২৪** **গ) ০৭.০২.২০২৫**	**i) সম্পত্তি-১:** ইটিণ্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- বসিরহাট, মৌজা - ইটিণ্ডা, জে.এল. নং ১২১-এ অবস্থিত যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১০২০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৫৭-এর অন্তর্গত কৃষক জমির অংশ থেকে ২০ ডেসিমেল (৮৭১২ বর্গফুটের সমতুল) পরিমাপের সম্পূর্ণ বাস্তু জমি এবং তার সাথে আংশিক জি+৪ তলা ভবন। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: রাজ্জাক সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পূর্বে: সাবিত্রী সরকারের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: হারানের সম্পত্তি দ্বারা। **ii) সম্পত্তি-২:** ১৫.৫০ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং সিজিআই শেড-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে ১১ ডেসিমেল মৌজা: ইটিণ্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ৩৪৮৯, খতিয়ান নং এল.আর. ১৯৫৭, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২০-এ অবস্থিত এবং অতিরিক্ত ৪.৫০ ডেসিমেল মৌজা: ইটিণ্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ১০, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৭৬৩০, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২৫/১৬২৮, ইটিণ্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ: ইটিণ্ডা, থানা- বসিরহাট, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: বাদশা মিদ্দারের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: মুচ্ছা সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **(সমস্ত সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) i. ১,৬৯,০০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) ii. ৪৫,৭০,০০০.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) i. ১৬,৯০,০০০.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) ii. ৪,৫৭,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) i. ১,০০,০০০.০০ টাকা ii. ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) i) ১৬,৯০,০০০.০০ টাকা এবং ii) ৪,৫৭,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৪.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** ক) মেসার্স এইচআর ট্রেডার্স (প্রোপ্রাইটর: সেখ হাবিবুর রহমান), ৭৪০, লস্কর হাট, কলকাতা ৭০০০৩৯। **খ) সেখ হাবিবুর রহমান,** বি ১৭৬, বি জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৪। **গ) শ্রীমতী রুবি বেগম,** স্বামী- মোঃ নাসিম, ফ্ল্যাট নং এ-১০৭, ৬/১-বি, তিলজলা রোড, থানা- এন্টালি, কলকাতা ৭০০০৪৬।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে অতিরিক্ত সুদ সহ **৯,৩১,১৬,২৮৯.৯১ টাকা (নয় কোটি একত্রিশ লক্ষ ষোলো হাজার দুইশো উননব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র)।** **খ) ২৭.০৬.২০০৮** **গ) ২৪.০৬.২০০৯**	শ্রীমতী রুবি বেগমের নামে মণ্ডলগাঁথী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পোঃ- ছোটজাগুলিয়া, পিন ৭৪৩২৯৪ -এ অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২৯.০৯.২০০৩ তারিখের দলিল নং ৬১৮৪/০৩, দাগ নং ৩১০, আরএস নং ৯৬, খতিয়ান নং ৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ১৮১-এর সম্পত্তি যা মৌজা মণ্ডলগাঁথীতে অবস্থিত এবং এর আয়তন ২ কাঠা ৮ ছটাক ১২ বর্গফুট। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: দাগ নং ৩১১ দ্বারা। দক্ষিণে: দাগ নং ৩০৯ দ্বারা। পূর্বে: দাগ নং ৩০১ এবং ৩০২ দ্বারা। পশ্চিমে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা। ২৯.০৯.২০০৩ তারিখের দলিল নং ৬১৮৫/০৩ -এর সম্পত্তি যা ২ কাঠা ১০ ছটাক ১৫ বর্গফুট জমি নিয়ে মৌজা মণ্ডলগাঁথী, জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৯, দাগ নং ৩১১, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ৩ ফুট সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা। দক্ষিণে: দাগ নং ৩১০ দ্বারা। পূর্বে: দাগ নং ৩০১ এবং ৩০২ দ্বারা। পশ্চিমে: প্লট নং ২ দ্বারা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) ৩৭,৯০,০০০.০০ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৭৯,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ উনআশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৩,৭৯,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৫.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স অস্মিতা এন্টারপ্রাইজেস (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর শ্রী অমিত কুমার দাস,** ২৯০/৩, নেতাজী সুভাষ রোড, নিউ ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩১। **খ) শ্রী অমিত কুমার দাস (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- শান্তি রঞ্জন দাস, ২৫/১ কালী বাড়ি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১৩১।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৬৯,৭২,৭৭৫.১২ টাকা (উনসত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র)।** **খ) ২৪.০৫.২০২৩** **গ) ০৫.০৮.২০২৩**	৫ ছটাক ৪২ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং এর সাথে প্রতিটি তলায় প্রায় ২৬৭ বর্গফুট করে ৪ তলা কাঠামো অর্থাৎ মোট ১০৬৮ বর্গফুট, যা আরএস খতিয়ান নং ২৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৩০০৭, আর.এস. দাগ নং ৩২৪, এলআর দাগ নং ৫৭০, মৌজা সাহারা তৌজি নং ১৪৬, থানা- এয়ারপোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ২২২/৭, ওয়ার্ড নং ২৭-এ অবস্থিত। **সীমানা-** উত্তরে- দীপক কুমার ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণে ১৫০ ফুট চওড়া যশোর রোড, পূর্বে রত্না দাসের ভবন, পশ্চিমে নেমাল ব্যানার্জির বাড়ি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) ৫৯,৫০,০০০.০০ টাকা (উনষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫,৯৫,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৫,৯৫,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৬.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স বিকে রয় প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও.বি. রোড, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৬০১, **এছাড়াও** প্রাঙ্গণ নং ডিএন-৫১, ১২তম ফ্লোর, ইউনিট-১২০৫, মার্লিন ইনফিনিটি বিল্ডিং, সল্ট লেক, সেক্টর- ফাইভ, কলকাতা-৭০০০৯১ **খ) শ্রী বৈভব কুমার রয় (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** এইচ-৬, ক্লাস্টার-২, পূর্বাচল হাউজিং এস্টেট, ট্যাঙ্ক নং ১৩, সল্ট লেক, সেক্টর-৩, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৯৭, **এছাড়াও** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও.বি. রোড, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬০১, **এছাড়াও** প্রাঙ্গণ নং ডিএন-৫১, ১২তম ফ্লোর, ইউনিট-১২০৫, মার্লিন ইনফিনিটি বিল্ডিং, সল্ট লেক, সেক্টর-ফাইভ, কলকাতা-৭০০০৯১ **গ) মেসার্স পল্লীশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও.বি. রোড, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬০১ **ঘ) মেসার্স বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও.বি. রোড, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬০১	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৭৩,৬৩,৪৮,৪২৬.৯০ টাকা (তিয়াত্তর কোটি তেষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশো ছাব্বিশ টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)।** **খ) ৩০.০৮.২০২৩** **গ) ০১.১২.২০২৩**	১৩৬ ডেসিমেল বা ৮২.৪২৪ কাঠা কমবেশি পরিমাপের জমির অংশ এবং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর অবস্থিত কাঠামো, যা **পল্লীশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেডের নামে** মৌজা- অমরপুর জেএল নং ১৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৮, আর.এস খতিয়ান নং ৫৪২ এবং ৬৩৭, আরএস ও এলআর দাগ নং ১৯৪১, অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৮ -এ অবস্থিত। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) ১,৫৮,০০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১,০০,০০০/- টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৭.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স নিউজ বর্তমান ২৪ X ৭ প্রাইভেট লিমিটেড, ডিরেক্টর: শ্রী স্বপন দাস, ডিরেক্টর: শ্রীমতী দীপা দাস, ডিরেক্টর: পার্থ হাজরা,** পিয়ারলেস নগর শপিং প্লাজা, রুম নং ২৮, পানিহাটি, কলকাতা-৭০০১১৪। **এছাড়াও** ২৯এফ বিটি রোড, পানিহাটি সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ: ৭০০১১৪, **এছাড়াও** সি/ও তিরুপতি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৬ হাজরা রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শ্রীমতী দীপা দাস,** স্বামী- শ্রী স্বপন দাস, ই ২/০০২ পিয়ারলেস নগর পানিহাটি, বিটি রোড, সোদপুর পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কলকাতা- ৭০০১১৪। **গ) শ্রী স্বপন দাস,** পিতা- গোপাল চন্দ্র দাস, ই ২/০০২ পিয়ারলেস নগর পানিহাটি, বি টি রোড, সোদপুর পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০১১৪। **ঘ) শ্রী পার্থ হাজরা,** সি/ও মুকুন্দ হাজরা, নং ২২৩ বাউড়িয়া স্টেশন রোড, বাউড়িয়া গার্লস হাই স্কুল এইচ.এস. -এর কাছে, পূর্ব বাউড়িয়া, হাওড়া, ৭১১৩১০।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৩,৪৭,৯৬,৬২৬.২৭ টাকা (তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছশো ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র)।** **খ) ০৩.০৫.২০২৪** **গ) ২২.০৭.২০২৪**	**শ্রীমতী দীপা দাস এবং শ্রী স্বপন দাসের (ডিরেক্টর, গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা)** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল:- শ্রী স্বপন দাস এবং শ্রীমতী দীপা দাসের (মেসার্স নিউজ বর্তমান ২৪ X ৭ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর) নামে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানার অধীনে পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ০৩, হোল্ডিং নং ২৯এফ (নতুন), পানিহাটি, দাগ নং ১৪৮২, খতিয়ান নং ৭৬৫, মৌজা পানিহাটি, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত সাধারণ সুবিধা, বেসমেন্ট, সাধারণ এলাকা এবং শপিং কমপ্লেক্সের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ "পিয়ারলেস নগর শপিং কমপ্লেক্সে" প্রতিটি ফ্লোরে কমবেশি ৫০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের দ্বিতীয় তলায় (২য় ফ্লোর) এবং তৃতীয় তলায় (৩য় ফ্লোর) (নির্মাণাধীন) অবস্থিত কমার্শিয়াল স্পেসের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইএমটি। **সীমানা:** উত্তরে: হরিশ দত্ত রোড দ্বারা, দক্ষিণে: মহেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড এবং দাগ নং ১০৬৯, ১০১৭, ১০১৬, ১০৬৭-এর জমি এবং পাবলিক রোড দ্বারা, পূর্বে: ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দ্বারা, পশ্চিমে: দাগ নং ১০৬৩, ১০৬৪, ১০২২, ১০২১, ১৫42 (পি) (1542 (P)), ১৫৪১, ১৫৪২ এবং দাগ নং ১০০৫-এর জমি দ্বারা। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ৪,৫০,০০,০০০.০০ টাকা (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৮.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী অর্ণব ঘোষ, মেসার্স লক্ষ্মী গ্রুপস এবং মেসার্স লক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি এর প্রোপ্রাইটর (ঋণগ্রহীতা),** বর্ধমান রোড হিরো শোরুমের বিপরীতে, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩ ৪০০৫। **এছাড়াও,** উত্তরায়ণ ইউটিই ০২০২০৪ পোঃ- মাটিগাড়া জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪ ০১০। **খ) শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ (গ্যারান্টার)** উত্তরায়ণ ইউটিই ০২০২০৪ পোঃ- মাটিগাড়া জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪ ০১০।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৭৫,৬৬,৬০৩.৪৩ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছশো তিন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র)।** **খ) ১৬.০৮.২০২৩** **গ) ২৭.০৮.২০২৬**	শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৩৮-এর অধীনে জেলা- জলপাইগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জে.এল. নং ২, শিট নং ১১, মৌজা ডাবগ্রাম, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থিত খতিয়ান নং ৪৬৯, প্লট নং ৫৩-তে রেকর্ড করা কাঠামোর সাথে প্রায় ২.৫ কাঠা বা ২.৮ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **(মালিকের নাম- শ্রী অর্ণব ঘোষ)। জমিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, দক্ষিণে- অনিল পাসোয়ানের জমি, পূর্বে- মায়া বসাকের জমি, পশ্চিমে- অসিত শাসমলের জমি। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ৫৪,৫৮,০০০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫,৪৫,৮০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৫,৪৫,৮০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
৯.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী গৌরাঙ্গ বৈদ্য,** প্রোপ্রাইটর দেবী ডেইরি ফার্ম, গ্রাম- দোসরা ভগবানপুর, পোঃ- নিমপীঠ আশ্রম জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩৭ **খ) শ্রী গৌরাঙ্গ বৈদ্য,** পিতা- প্রয়াত দেব রঞ্জন বৈদ্য, গ্রাম- জয়নগর মতিলাল পাড়া, থানা- জয়নগর, পোঃ- জয়নগর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৭ **গ) শ্রীমতী দেবী রানী বৈদ্য,** স্বামী- প্রয়াত দেব রঞ্জন বৈদ্য, গ্রাম- জয়নগর মতিলাল পাড়া, থানা- জয়নগর, পোঃ- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৭ **ঘ) প্রবীর কুমার বৈদ্য,** পিতা- প্রয়াত দেব রঞ্জন বৈদ্য, গ্রাম- জয়নগর মতিলাল পাড়া, থানা- জয়নগর, পোঃ- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৭	ক) ০১.০৪.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৩,৮৯,৫৩,৫৯৭.১৭ টাকা (তিন কোটি উননব্বই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র)।** **খ) ১৭.০৭.২০১৪** **গ) ১৫.১০.২০১৪**	শ্রীমতী দেবী রানী বৈদ্যর নামে ১.৪৩ একর জমির সম্পত্তির এবং তার উপর প্রস্তাবিত সিভিল কনস্ট্রাকশনের ইএমটি: ২২/০১/১৯৬৮ তারিখের বুক নং ১, ভলিউম ২, পাতা ১২৮-১৩০ -এর দলিল নং ২৯২ যা বারাসাতের সাব-রেজিস্ট্রার, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), মৌজা- দক্ষিণ দোসরা ভগবানপুর, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ১৫৩১/২৮৩৫, খতিয়ান নং ৪১৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৮৪, প্লট নং ৭০৯ (জমির পরিমাণ ০.৭৯ ডেসিমেল), এবং প্লট নং ৭১২ (জমির পরিমাণ ০.৬৪ ডেসিমেল), মোট পরিমাণ- ১.৪৩ একর-এ নিবন্ধিত। **প্লট নং ৭০৯ -এর সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: খাল দ্বারা, দক্ষিণে: ইটের রাস্তা দ্বারা, পূর্বে: প্লট নং ৭১০ দ্বারা, পশ্চিমে: ইটের রাস্তা দ্বারা। **প্লট নং ৭১২ -এর সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: খাল দ্বারা, দক্ষিণে: ইটের রাস্তা দ্বারা, পূর্বে: রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দ্বারা, পশ্চিমে: প্লট নং ৭১০ দ্বারা। **(০.৫৬ একর বাস্তু জমির সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ৪৪,১৮,০০০.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,৪১,৮০০.০০ টাকা (চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৪,৪১,৮০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
১০.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী জয় বন্ধু মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী ধীরাজ বন্ধু মুখার্জি, ২০, ইউ.কে.পি. রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩১। **এছাড়াও,** প্রাঙ্গণ নং ৭৪, পি-১০ , গড়িয়া পার্ক, পোঃ- গড়িয়া, থানা- পাটুলি, কলকাতা-৭০০০৩১। **এছাড়াও,** ৩সি, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১ **খ) শ্রীমতী নিপা মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী জয় বন্ধু মুখার্জি, ২০, ইউ.কে.পি. রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩১। **এছাড়াও,** ৩সি, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩১	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৯১,২১,৪৪২.২৩ টাকা (একানব্বই লক্ষ একুশ হাজার চারশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং তেইশ পয়সা মাত্র)।** **খ) ০৪.১২.২০২৩** **গ) ০৯.০৭.২০২৪**	**ক. সম্পত্তি-১:** কলকাতা-৭০০০৮৪, আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বরো- একাদশের ওয়ার্ড নং ১১০-এর অধীনে বর্তমানে পাটুলি, থানা- যাদবপুর, পোঃ- গড়িয়া, প্রাঙ্গণ নং ৭৪, গড়িয়া পার্ক (মেইলিং ঠিকানা- পি-১০, গড়িয়া পার্ক), সি.এস. প্লট নং ৬৪৬(পি), এল.ও.পি. নং ১০-এর মধ্যে জে.এন. নং ২৮, মৌজা- বৈষ্ণবঘাটায় অবস্থিত ৩য় ফ্লোরে (দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিক) মার্বেল মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (এসবিইউএ এরিয়া-১০০০ বর্গফুট) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইউআরইএম। **খ. সম্পত্তি-২:** কলকাতা-৭০০০৮৪, আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বরো-একাদশের ওয়ার্ড নং ১১০-এর অধীনে বর্তমানে পাটুলি, থানা- যাদবপুর, পোঃ- গড়িয়া, প্রাঙ্গণ নং ৭৪, গড়িয়া পার্ক (মেইলিং ঠিকানা- পি-১০, গড়িয়া পার্ক), সি.এস. প্লট নং ৬৪৬(পি), এল.ও.পি. নং ১০-এর মধ্যে জে.এন. নং ২৮, মৌজা- বৈষ্ণবঘাটায় অবস্থিত ৩য় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক) মার্বেল মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (এসবিইউএ এরিয়া-১০০০ বর্গফুট) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইউআরইএম। **গ. সম্পত্তি-৩:** কলকাতা-৭০০০৮৪, আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বরো-একাদশের ওয়ার্ড নং ১১০-এর অধীনে বর্তমানে পাটুলি, থানা- যাদবপুর, পোঃ- গড়িয়া, প্রাঙ্গণ নং ৭৪, গড়িয়া পার্ক (মেইলিং ঠিকানা- পি-১০, গড়িয়া পার্ক), সি.এস. প্লট নং ৬৪৬(পি), এল.ও.পি. নং ১০-এর মধ্যে জে.এন. নং ২৮, মৌজা- বৈষ্ণবঘাটায় অবস্থিত ৪র্থ ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক) মার্বেল মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (এসবিইউএ এরিয়া-১০০০ বর্গফুট) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইউআরইএম। **ঘ. সম্পত্তি-৪:** কলকাতা-৭০০০৮৪, আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বরো-একাদশের ওয়ার্ড নং ১১০-এর অধীনে বর্তমানে পাটুলি, থানা- যাদবপুর, পোঃ- গড়িয়া, প্রাঙ্গণ নং ৭৪, গড়িয়া পার্ক (মেইলিং ঠিকানা- পি-১০, গড়িয়া পার্ক), সি.এস. প্লট নং ৬৪৬(পি), এল.ও.পি. নং ১০-এর মধ্যে জে.এন. নং ২৮, মৌজা- বৈষ্ণবঘাটায় অবস্থিত ৪র্থ ফ্লোরে (দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিক) মার্বেল মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (এসবিইউএ এরিয়া-১০০০ বর্গফুট) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইউআরইএম। **ঙ. সম্পত্তি-৫:** কলকাতা-৭০০০৮৪, আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বরো-একাদশের ওয়ার্ড নং ১১০-এর অধীনে বর্তমানে পাটুলি, থানা- যাদবপুর, পোঃ- গড়িয়া, প্রাঙ্গণ নং ৭৪, গড়িয়া পার্ক (মেইলিং ঠিকানা- পি-১০, গড়িয়া পার্ক), সি.এস. প্লট নং ৬৪৬(পি), এল.ও.পি. নং ১০-এর মধ্যে জে.এন. নং ২৮, মৌজা- বৈষ্ণবঘাটায় অবস্থিত একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দুটি খোলা কার পার্কিং স্পেসের (এরিয়া-২০০ বর্গফুট) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইউআরইএম। **(সমস্ত সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ক. ৩৯,৬৭,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ. ৩৯,৬৭,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র) গ. ৩৯,৬৭,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র) ঘ. ৩৯,৬৭,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র) ঙ. ৭,২০,০০০.০০ টাকা (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) খ) ক. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো টাকা মাত্র) খ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো টাকা মাত্র) গ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো টাকা মাত্র) ঘ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো টাকা মাত্র) ঙ. ৭২,০০০.০০ টাকা (বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ক. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা, খ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা, গ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা, ঘ. ৩,৯৬,৭০০.০০ টাকা এবং ঙ. ৭২,০০০.০০** টাকার ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
১১.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স এয়ার কন্ডিশনিং ইকুইপমেন্টস (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: কিশোর মুখার্জি,** ৮৬/১৭, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ **খ) কিশোর মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা),** সি/৯০, রবীন্দ্রপল্লী, গড়িয়া, ব্রহ্মপুর, ওয়ার্ড নং ৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৮৪ **গ) মঞ্জু মুখার্জি,** স্বামী- কিশোর মুখার্জি, **(গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)** সি/৯০, রবীন্দ্রপল্লী, গড়িয়া, ব্রহ্মপুর, ওয়ার্ড নং ৩, কলকাতা-৭০০০৮৪ **ঘ) প্রীতম মুখার্জি,** পিতা- কিশোর মুখার্জি, **(গ্যারান্টার)** সি/৯০, রবীন্দ্রপল্লী, রিজেন্ট পার্ক, গড়িয়া, ব্রহ্মপুর, ওয়ার্ড নং ৩, কলকাতা-৭০০০৮৪	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৪২,০৬,৩৬২.০৭ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশো বাষট্টি টাকা এবং সাত পয়সা মাত্র)।** **খ) ০১.০৭.২০২২** **গ) ০৩.১১.২০২২**	সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এর অন্তর্গত খতিয়ান নং ৩৫৮-এর দাগ নং ৪১০ নিয়ে গঠিত তৌজি নং ৪১২, জেএল নং ৭৭, মৌজা মানিকপুরে অবস্থিত ০.২৬ শতক জমির মধ্য থেকে ২ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের কমবেশি সম্পত্তির ইএমটি। জমির সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী কিশোর মুখার্জির স্ত্রী **শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জির নামে রয়েছে। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: দাগ নং ৩৮৯-এর গলি দ্বারা। দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা; পূর্বে: ৪৫ নং প্লটের ৪১০ নং দাগের বাকি জমি দ্বারা। পশ্চিমে: ৩৯১ নং দাগ বা ৪৪ নং প্লটের জমি দ্বারা। **(সমস্ত সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) ১৫,২০,০০০.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৫২,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০/- টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ১,৫২,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
১২.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী জয়ন্ত কুমার মন্ডল (আইনি প্রতিনিধি(দের) মাধ্যমে - যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে)** পিতা- শ্রী অসীম মন্ডল, গ্রাম- রায়নগর, গোরেহাট রোড, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭২ **খ) শ্রীমতী প্রতিমা মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী জয়ন্ত কুমার মন্ডল, গ্রাম- রায়নগর, গোরেহাট রোড, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭২	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৩৯,৬৮,৩৩০.৩২ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো ত্রিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)।** **খ) ২৮.০১.২০২৬** **গ) ০২.০৪.২০২৬**	ম- রায়নগর, গোরেহাট রোড, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প শ্চিম ব ঙ্গ- ৭ ৪ ৩ ৩ ৭ ২ - এ অবস্থিত আর.এস. খতিয়ান নং ২১১ এবং ৭৩৩, দাগ নং ৭৯৫ এবং ৯১৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৩, তৌজি নং ৩৭৯, জে.এল. নং ৪৯, মৌজা রায়নগরে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৯.২৫ শতক পরিমাপের জমি সহ ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: সদানন্দ সর্দারের প্লট দ্বারা, দক্ষিণে: ধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডলের প্লট দ্বারা, পূর্বে: জয়কৃষ্ণ দাসের প্লট দ্বারা, পশ্চিমে: পিডব্লিউডি রাস্তা দ্বারা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) ৩৯,৪৫,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৯৪,৫০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০/- টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৩,৯৪,৫০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় ...

বিষমদ-কাণ্ডের মূল অভিযুক্তের 'শর্ট এনকাউন্টার', পায়ে গুলি, ধৃত

সাগর, ১১ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার বান্দা এলাকায় বহুচর্চিত বিষমদ-কাণ্ডে পলাতক মূল অভিযুক্ত রবি লাখোরাকে শুক্রবার ভোরে সংঘর্ষের পর গ্রেপ্তার করেছে সাগর পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, বরায়ঠা জঙ্গলে হনুমান টোং মন্দিরের কাছে ঘেরাও করার সময়ে অভিযুক্ত পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পাল্টা গুলিতে তার পায়ে গুলি লাগে। আহত অভিযুক্তকে প্রথমে বান্দা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাগরের বুন্দেলখণ্ড মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। তার গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিষমদ তৈরি ও সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

পুলিশের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার রাতে খবর পাওয়া যায়, ৪৫ বছর বয়সি রবি লাখোরা, পিতা সুরেশ লাখোরা, বরায়ঠা এলাকার জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে। এরপর হনুমান টোং মন্দিরের আশপাশে ঘেরাও করে পুলিশ দল। পুলিশকে দেখে অভিযুক্ত পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পুলিশের পাল্টা গুলিতে তার পায়ে গুলি লাগে এবং তাকে ধরে ফেলা হয়। পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

বান্দা এলাকায় বিষমদ পান করে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বুন্দেলখণ্ড মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি আরও তিন রোগীর মৃত্যুর পর মোট মৃতের সংখ্যা ৩১ বলে জানা গিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃত মৃতের সংখ্যা নিয়ে প্রশাসন ও অন্যান্য পক্ষের দাবির মধ্যে এখনও ফারাক রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রবি লাখোরাসহ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও ১৩ জন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাঁদের সন্ধান চলছে।

পুলিশের বক্তব্য, প্রায় ৪৫ বছর বয়সি রবি লাখোরা মূলত ছতরপুর জেলার বাসিন্দা। বর্তমানে সে উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে থাকে।

আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের গণতন্ত্রের মশালবাহী: জ্ঞানেশ কুমার

আমদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর: ভারতের নির্বাচন কমিশন শুক্রবার আমদাবাদে নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাব এবং ইসিআইনেট বিষয়ক পঞ্চম আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ নাগরিকদের মধ্যে নির্বাচনী সাক্ষরতা ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সম্মেলনে ভাষণদানকালে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন যে, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের গণতন্ত্রের মশালবাহী। তিনি আরও বলেন, সারা দেশজুড়ে গড়ে ওঠা নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাবগুলো বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাব এবং ইসিআইনেট বিষয়ক পূর্ববর্তী আঞ্চলিক সম্মেলনগুলো পাটনা (বিহার), লখনউ (উত্তরপ্রদেশ), চেন্নাই (তামিলনাড়ু) এবং মারগাওয়ে (গোয়া) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গুজরাতের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় সিইসি শ্রী জ্ঞানেশ কুমার শিক্ষার্থীদের জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোঝাপড়া এগিয়ে নিতে এবং গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে ইএলসিগুলো অপরিহার্য। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, তরুণ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাদের আস্থা ও সচেতনতা নিশ্চিত করা হলো গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য এক ধরণের বিনিয়োগ।

তিনি শিক্ষার্থীদের এবং তরুণ ভোটারদের ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভোটার তালিকাভুক্তি, ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা প্রক্রিয়া এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক্যানারা ব্যাঙ্ক Canara Bank — A Government of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬

ই-নিলাম তারিখ ২৮.০৯.২০২৬

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর ....

ক.	খ.	গ.	ঘ.	ঙ.
ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি শাখা ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১৩.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা: ক) শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি,** পিতা- রাধাকান্ত মাইতি, গ্রাম ও পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২। **খ) শ্রী রজত মাইতি (গ্যারান্টার)** পিতা- রাধাকান্ত মাইতি, গ্রাম ও পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২। **গ) শ্রীমতী বনশ্রী মাইতি (গ্যারান্টার),** স্বামী- জিমুত কান্তি মাইতি, গ্রাম ও পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২।	ক) ০১.০৪.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **২,৬৬,১৮,২৬৭.১৬ টাকা (দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার দুইশো সাতষট্টি টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র)।** খ) ১৫.০৭.২০২০ গ) ০৩.১২.২০২০	**সম্পত্তি-১: শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি এবং শ্রী রজত মাইতির নামে** ২০০৫ সালের উপহার দলিল নং ২৫৯২ এবং ২০০৭ সালের ৫৭৮ নম্বরযুক্ত ভবনের সাথে ৭.৩৩২ ডেসিমেল পরিমাপ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআর খাঁচি, গ্রাম ও মৌজা- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, খতিয়ান নং ৪৫৯/১ (এলআর), জেএল নং ১২৫, প্লট নং ৮০/৩৭০২ (সাবেক) ৯০ (এলআর)-এ অবস্থিত। **সম্পত্তি-২: শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি এবং শ্রী রজত মাইতির নামে** ২০০৫ সালের উপহার দলিল নং ২৫৯২ এবং ২০০৭ সালের উপহার দলিল নং ৫৭৮ নম্বরযুক্ত ২১৫.৬৬ ডেসিমেল পরিমাণ জল, বল এবং পুকুর জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআর খাঁচি, গ্রাম ও মৌজা- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, খতিয়ান নং ৪৫৯/১ (এলআর), জেএল নং ১২৫, প্লট নং ৮১ (সাবেক) ৯২ (এলআর), ৮৯/৩৭০৩ (সাবেক) ৯৩ (এলআর), ৮৯/৩৭০৫ (সাবেক) ৯৪ (এলআর), ৮২ (সাবেক) ৯৫ (এলআর), ৭৯ (সাবেক) ৮৯ (এলআর), ৯২ (সাবেক) ১০৬ (এলআর), ৯৬ (সাবেক) ১১০ (এলআর), ১০৫০ (সাবেক) ১০৯৭ (এলআর), ১০৪৮ (সাবেক) ১০৯৫ (এলআর), ১০৩৬ (সাবেক) ১০৮৩ (এলআর), ১১০ (সাবেক) ১১৪ (এলআর), ৯৯ (সাবেক) ১১৩ (এলআর), ৯৫ (সাবেক) ১০৯ (এলআর) এবং ১০৫০ (সাবেক) ১০৯৭ (এলআর)-এ অবস্থিত। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) i) ৫০,৬০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) ii) ৬৫,৯০,০০০.০০ টাকা (পঁয়ষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) i) ৫,০৬,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) ii) ৬,৫৯,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ উনষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) i) ৫,০৬,০০০.০০ টাকা এবং ii) ৬,৫৯,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
১৪.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা: ক) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর শ্রী আবুল কালাম মন্ডল,** পিতা- আবুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়া, থানা- ডোমকল, ভগবানগোলা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩। **খ) শ্রী আবুল কালাম মন্ডল (প্রোপ্রাইটর এবং শ্রী আবুল কাশেম মন্ডলের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- আবুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়া, থানা- ডোমকল, ভগবানগোলা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩। **গ) শ্রী আবুল জামাল মন্ডল (শ্রী আবুল কাশেম মন্ডলের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- আবুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়া, থানা- ডোমকল, ভগবানগোলা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩। **ঘ) শ্রী আবুল সালাম মন্ডল (শ্রী আবুল কাশেম মন্ডলের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- আবুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়া, থানা- ডোমকল, ভগবানগোলা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩। **ঙ) শ্রী আবুল আমান মন্ডল (শ্রী আবুল কাশেম মন্ডলের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- আবুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়া, থানা- ডোমকল, ভগবানগোলা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩।	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **৩৭,২৭,৫১৩.৯৫ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)। খ) ১৭.০৭.২০২৫ গ) ১৮.০৯.২০২৫**	পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৩, মুর্শিদাবাদ জেলা, গড়াইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- ডোমকল, গ্রাম/পোঃ- কুচিয়ামোড়ায় অবস্থিত ৭ ডেসিমেল পরিমাপের এল. আর. প্লট নং ৩৫৭৬, এল. আর. খতিয়ান নং ২৩৮২, জে. এল. নং ৮১, মৌজা- গড়াইমারি-তে জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা-** উত্তরে ১০ ফুট কংক্রিটের রাস্তা, দক্ষিণে - নাহারুল ইসলামের সম্পত্তি, পূর্বে হাসেনউদ্দিন মন্ডলের বাড়ি, পশ্চিমে- আক্কাস আলির বাড়ি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) ৪২,৮০,০০০.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,২৮,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম)-এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) ৪,২৮,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।
১৫.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **(খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা: ক) এস. কে. সমীর আলি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- এস. কে. মাওলা বক্স, ১/ই ইব্রাহিম রোড এইচ ১২ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৩ **খ) এস. কে. মামুদা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার),** ১৪বি ১৪তম ফ্লোর বিএল ১ হেরিটেজ সৃজন পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৭ **গ) সেখ আজিজুল রহমান (গ্যারান্টার)** পিতা- মতলব আলি, কারবেড়িয়া মোড়, বাসুদেবপুর বাগনান-২, হাওড়া-৭১১৩১২	ক) ০১.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ সহ **১২,৮৬,৯৬,৬৫৮.৪০ টাকা (বারো কোটি ছিয়াশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছশো আটান্ন টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র)। খ) ১৩.১১.২০২৪ গ) ০৭.০৭.২০২৫**	**সম্পত্তি-১:** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৮ নং ওয়ার্ড, থানা- তিলজলা, খতিয়ান নং ১৫৩/১, আরএস দাগ নং ৪১৭, জেএল নং ১২, মৌজা মাদুরদহ, হোল্ডিং নং ১৪১৬, মাদুরদহ, কলকাতা- ৭০০১০৭-এ ৫ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ২৭০ বর্গফুট পরিমাপের দুটি খোলা কার পার্কিং স্পেস সহ ২য় ফ্লোরে ১১২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ২এ নম্বরযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- সাধারণ প্যাসেজ; দক্ষিণে- আরএস দাগ ৪১৭; পূর্বে- আরএস দাগ ৪১৭(পি); পশ্চিমে- সাধারণ প্যাসেজ। স্বত্বাধিকারীর নাম: **এস.কে. সমীর আলি।** সম্পত্তি-২: কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৮-এর অধীনে পরগনা- খাসপুর, তৌজি নং-২৯৯৮, আরএস দাগ নং-২১২, জেএল নং-১২, কলকাতা- ১০৭, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), থানা- তিলজলা, ১৪৭৩, মাদুরদহে অবস্থিত একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ২৭০ বর্গফুট পরিমাপের দুটি কার পার্কিং এলাকা সহ ৩য় ফ্লোরে ১১৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ৩০২ নম্বরযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ; দক্ষিণে- প্লট নং জে/৫; পূর্বে- প্লট নং জে/২; পশ্চিমে- ৩০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**ক) i. ৫০,০০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) ii. ৫২,০০,০০০.০০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) খ) i. ৫,০০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) ii. ৫,২০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)। গ) i. ৫০,০০০.০০ টাকা, ii. ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (এম) -এর চিফ ম্যানেজার 9051882364 **ঙ) i. ৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং ii. ৫,২০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা করতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৮.০৯.২০২৬ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত

অন্যান্য শর্তাবলি:

১. সম্পত্তিগুলি **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" পরিচালিত হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর যোগাযোগের নম্বর হল ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com।**
৬. সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **১৪.০৯.২০২৬ থেকে ২৫.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার** মধ্যে সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১০. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১১. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১২. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ১২.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক**

Tender is invited by the undersigned for the work "Temporary electrical arrangement for decorative illumination on occasion of Ashirwad Ka Diya Programme at Dr.Syamaprasad Mookherjee State Central Library, Ultadanga from **17.09.2026 to 10.10.2026. Tender No: 56/IR/T/KCED/II of 2026-27**. Bid Submission end date Up to **12.00 PM on 14/09/2026.** Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website

Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: **2026_WBP_5023237_1 DATED-09/09/2026**. TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/ NIT05/2026-27. WORK TITLE: SUPPLY OF SPARE PARTS ARTICLES / ITEMS PART-I. BID CLOSING DATE: **23/09/2026** FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **http://tenders.wb.gov.in**
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT CELL & DISTRICT MISSION MANAGEMENT UNIT SURI: BIRBHUM
Abridged
Tender Notice No. 06/1-23 (D-3) /DMMU/ BIR/2026-27. Dated 11.09.2026
Project Director, DRDC, Birbhum & Addl. District Mission Director, DMMU, Birbhum invites e-Tenders for "_Rpair and Renovation of Srishtishree outlet situated in the Administrative Building of DM, Birbhum". Detailed information is available at the website **https://tenders. wb.gov.in/**
Sd/- ADMD, DMMU & Project Director, DRDC Suri: Birbhum
Memo no-112(2)/Inf (advt)/Bir, Dt- 11/09/2026

Tender is invited by the undersigned for the work "Urgent replacement of AC machines at residence of Hon-'ble Chief Justice Kolkata High Court, 48 Old Bullyganj Road, Kolkata-700019.. Tender **No: 57/IR/T/KCED/I of 2026-27.** Bid Submission end date Up to **12.00 PM on 15/09/2026**. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website

Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: **2026_WBP_5023274_1 DATED-09/09/2026** TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/ NIT06/2026-27. WORK TITLE: SUPPLY OF SPARE PARTS ARTICLES / ITEMS PART - II BID CLOSING DATE: **23/09/2026** FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **http://tenders.wb.gov.in**
COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : DTO-245/SBSTC/26
Date : 11/09/2026
SHORT NIT
South Bengal State Transport Corporation invites online bid from parties for Ticket Selling Agents for details visit **www.wbtenders.gov.in** or **www.sbstcweb.com**. Last date for bid submission is 03/10/2026 at 15:00 hrs.
Sd/- Managing Director South Bengal State Transport Corporation

Notice Inviting e-Tender
1. One (1) no. of Corrigendum Notice vide **Ref No. 1407/ NBM/Store dtd. 10.09.2026** is being uploaded by The Administrator, North Barrackpore Municipality for the following e-tender:
Tender Details: 2025_MAD_5021242_1 (1232/NBM/Store)
2. A Cancellation Notice bearing **Ref no. 1442/NBM./Store, dtd. 11.09.2026** is being uploaded by The Administrator, North Barrackpore Municipality for the followings:
Tender Details: 2026_MAD_5017041_1
6.. Open Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from bonafled suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 1443/NBM/Store (2026_MAD_5023912_1) Date: 11.09.2026
Sub: Procurement of Electrical packets
Last date of submission of tender: **21.09.2026 within 6 pm.** For details see **http://tenders. wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

SHORT QUOTATION
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Quatation are invited by the Executive officer Nabadwip Municipality.
LE/NM/NIQ-2e/2026-27
ID: 2026_MAD_1041867_1
Last Date of submitting tender **18-Sep-2026 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Executive officer Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Administrator**
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ২১৬_২০২৬-২৭, তারিখ ১০.০৯.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া। কাজের বিবরণ ঃ** (ক) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৯/১৬-১০০/১-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৬বি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (খ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৭/১২১-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৪সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (গ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৯/৪৮৪-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৫সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (ঘ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ১১৫/৪৩৮-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৮সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৬,৭১,৭৫,৪৪৩.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫৩,৪৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-330/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
1) WBMAD/ULB/BM/PW/Water Supply Scheme/NIT-12/2026-2027 Memo No:-1539/PWD/BM/2026-2027, Dated-11.09.2026
Number of Work:-1 (One) Sl. No. 1
Name of work: Maintenance of old Pipeline by using of pig lead, mechanical joints within ward no. 1 to 22 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **29.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
2) WBMAD/ULB/BM/PW/Green City Mission/NIT-13/2026-2027 Memo No:-1538/PWD/BM/2026-2027, Dated-11.09.2026
Number of Work:-2 (Two) Sl. No. 1-2
Name of work:
1. Supply, delivery and replacement of existing luminaries by 30 watt LED & 90 LED luminaries at different places under Bolpur Municipality.
2. Illumination of street light with 6 mtr GI Octagonal Pole with single are and 90 e LED fixtures at different places under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **27.10.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
3) WBMAD/ULB/BM/PW/AMRUT 2.0/NIT-14/2026-2027 Memo No:-1540/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026
Number of Work:-3 (Three) Sl. No. 1-3
Name of work:
1. Renovation and Extension of APJ Abdul Kalam park by the Green Space Development in ward no-12 under Bolpur Municipality. including maintenance of Garden for one year and maintenance of Play equipment for 5years.
2. Rejuvenation of Kumro Gore (Sishu Sashan) Water Body in ward no. 15, Mouza-Bandhgora, JL No.-100 under Bolpur Municipality. including 5 years maintenance of water body and green space.
3. Renovation of Sudhasagar Park at Bhubandanga within the ward no-07 under Bolpur Municipality. including 5 years maintenance of water body and green space.
Last Date-of Submission **29.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer/F.O. Bolpur Municipality

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3571/ (1-12) (2nd CALL) Date:- 10/09/2026 Tender ID:- 2026_MAD_ 1041613_1 to 2.**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **12/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online): **18/09/2026 & 05:00 pm**
Bid Opening Date (Technical) (online): **21/09/2026 & 11:00 am**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**
Memo No:255/HD/ICA/Advt. Dt- 10-09-2026
Sd/- Administrator Bhadreswar Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 23/09/26 upto 12:00 Noon instead of 11/09/26 and bid opening date will be on 25/09/26 at 12:00 Noon instead of 14/09/26 at 12:00 Noon fo "SITC of 1 No New Bed cum Passenger Lift with allied Electrical Works within the premises of Kolkata Police Hospital, Annex-6 of IPGMER-SSKM Hospital (Electrical Work)-SITC of Lift." vide **Tender ID-2026_WBPWD_5017955_1** invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen/obtained from the websites **https://tenders.wb.gov.in/ www.pwdwb.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T17744(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No. WBPWD/AE-NSESD/NIQ 96/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5023507_1. Name of Work: Special repair and renovation work of 02 (two) storied Main Building and Annex Building of Ministers Quarter at 62, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata-700017 during the year 2026-27-Special repairing of Electrical Installation work including replacement of defective fittings--Additional works for SITC of Air-Conditioning machines. Bid Submission End Date: 23/09/2026 up to 1-00 p.m. Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T17685(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of whole system at Vidyasagar Bhawan, Sector -V, Salt Lake, Kolkata - 91. for the FY 2026-27---Electrical Installation and Alteration as and When Required at Vidyasagar Bhawan." Tender No:WBPWD/ AE/ NEESD/ e-NIQ-16/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5023305_1. Document Download Closing Date: 23.09.2026 up to 13.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD North East Electrical Sub-Division.
ICA- T17706(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-08/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5023485. Name of Works : 1. Providing and fixing Nylon Safety Net to protect sprawling from ceiling at 3rd floor Main Building within Lalbazar Kolkata Police Head Quarter during the year 2026-2027. (Rs. 2,24,278.00). Date of Submission start: 18.09.2026 (from 11:00 A.M. onwards). Date of Submission end: 28.09.2026 (upto 11:00 A.M.) Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division, Public Works Directorate
ICA- T17686(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-47/2026-27 ; Tender ID: 2026_WBPWD_5023443_1. Name of Work : Day to day Operation of 1 nos. Dolphin make 16 passengers 3 stops V3F controlled lift installed near Gate-C, Main Building of the Hon'ble High Court, Calcutta. (For 12 months). Bid Submission End Date: 21/09/2026 up to 14-00 hrs.; Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in: Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub- Divn.
ICA- T17711(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
On behalf of The Honorable Governor, The State of West Bengal, online tender are follow/ follows
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:- WBPWD/AE/NKHSD-I/NIeT-06/26-27. 1.Periodical maintenance of Building works for 26-27 in the different Hospital Buildings of ID & BG Hospital, Beliaghata under jurisdiction of Section-III of N.K.H.S.D-I under Kolkata North Health Division, R & B Works. [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_1. 2. Periodical maintenance of Sanitary & Plumbing works for 26-27 in the different Hospital Buildings of ID & BG Hospital, Beliaghata under jurisdiction of Section-III of N.K.H Sub-Division-I under Kolkata North Health Division, S & P Works. [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_2. 3. Periodical maintenance of Building works for 26-27 in the different Hospital Buildings of Dr B.C. Roy Phoolbagan and Beliaghata under jurisdiction of Section-II of N.K.H Sub-Division-I under Kolkata North Health Division, R & B Works. [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_3. 4. Periodical maintenance of Sanitary & Plumbing works for 26-27 in the different Hospital Buildings of Dr. B.C. Roy Phoolbagan and Beliaghata under jurisdiction of Section-II of N.K.H Sub-Division-I under Kolkata North Health Division, S & P Works. [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_4. 5. Periodical maintenance of Building works for 26-27 in the different Hospital Buildings of Dr. Bidhan Chandra Roy Multispecialty Hospital under jurisdiction of Section-I of N.K.H.S.D-I under Kolkata North Health Division, R & B Works [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_5. 6. Periodical maintenance of Sanitary & Plumbing works for 26-27 in the different Hospital Buildings of Dr.Bidhan Chandra Roy Multi Specialty Hospital under jurisdiction of Section-I of N.K.H Sub-Division-I under Kolkata North Health Division, S & P Works [Phase-I] Tender ID - 2026_WBPWD_5023523_6. ** Documents download start date (Online):- 11/09/2026 from 09.00 A.M. ** Bid proposal submission start date (Online):- 11/09/2026 from 10.00 A.M. **Bid proposal Submission Closing/end date (Online):- 23/09/2026 up to 12.00 P.M. ** Date and time of opening of Technical Proposals (online):- 25/09/2026 up to 12.10 P.M. Remarks :- The work is related to emergency of the Hospital Campus. Details shown inwww.pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer (PWDte.) North Kolkata Health Sub-Division-I.
ICA- T17694(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division,Bhabani Bhawan, Kolkata-27, invites online e-NIQ No. 15 of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5023466_1. Bid submission start date 14.09.2026. Bid submission end date 21.09.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T17715(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 23/09/26 upto 12:00 Noon instead of 11/09/26 and bid opening date will be on 25/09/26 at 12:00 Noon instead of 14/09/26 at 12:00 Noon fo "Triennial Comprehensive Maintenance & Servicing of 4-Body Mortuary Cooler Plant (3TR capacity) at Bijoygarh State General Hospital, Jadavpur, Kolkata." vide Tender ID-**2026_WBPWD_5017480_1** invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in/ www.pwdwb.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, P.W. Dte.
ICA- T17743(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual maintenance contract for the entire electrical installation of khadyashree Bhawan, kolkata for the year 25-26 Re-insulation of chilled water pipeline & modification of pipeline support structures of AC Plant at Khadyashree Bhawan." e-TenderNo: WBPWD/AE/01/PR/T/ KCESD/I of 2026-27(4th call) and Tender ID 2026_WBPWD_5023526_1. Documents Submission end date 23.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T17720(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of whole system at Bijan Bhawan, Salt Lake, Kolkata--- Repairing, Addition, Alteration of EI Works as & when required." Tender No:WBPWD/ AE/NEESD/e-NIQ-17/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5023324_1. Document Download Closing Date: 23.09.2026 up to 13.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD North East Electrical Sub-Division.
ICA- T17705(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/ NIQ-46/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5023408_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance and Servicing of 2 X 40 Tr. With one stand by Central Air-Conditioning Plant Installed at Centenary Building, High Court, Kolkata. (For 12 Months). Bid Submission End Date : 21/09/2026 up to 11-00 hrs.; Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in: Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub- Divn.
ICA- T17710(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate, Inviting e-Tender for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-07 of 2026-27 of A.E./KSSD-I, H.Dte. TenderI.D. 2026_HSD_1041513_1 to 2. Last Date of submission 21.09.2026 Up to 2.00 P.M. For Details please visit wbtender.gov.in or contact in the Office of The Assistant Engineer in any working day. Sd/- Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate.
ICA- T17673(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/NIQ-18/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5023488_1
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Installation Of AC machines and allied EI work at different Ejlash and Office section at Katwa Sub Divisional Court, Purba Bardhaman - SITC of AC machines at Civil Court Senior division and copying dept. Bid submission start: 12.09.2026 at 11.00 AM. Bid Submission end: 22.09.2026 up to 2:00 PM. Bid opening Date: 24.09.2026 after 2.30 PM. Details of eNIQ, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division
ICA- T17713(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/NIQ-17/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5023468_1
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Installation Of AC machines and allied EI work at different Ejlash and Office section at Katwa Sub Divisional Court, Purba Bardhaman - SITC of AC machines at Civil Court Junior division 2 with office. Bid submission start: 12.09.2026 at 11.00 AM. Bid Submission end: 22.09.2026 up to 2:00 PM. Bid opening Date: 24.09.2026 after 2.30 PM. Details of eNIQ, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division
ICA- T17714(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

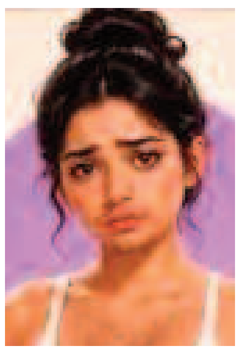

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

ভারতীয় প্রথম মহিলা জ্যোতিঃপদার্থবিদ হিসেবে কসপার বিক্রম সারাভাই পদক জয় করলেন অন্নপূর্ণী সুব্রমনিয়াম

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

রাতের আকাশ সবসময়ই মানুষকে টানে। লক্ষ লক্ষ জ্বলজ্বলে নক্ষত্র আর ছায়াপথের আড়ালে লুকিয়ে থাকে মহাকাশের অপার রহস্য। আশির দশকে কেরালার পালাক্কাড়ের এক কিশোরী গরমের ছুটির দিনে ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ত। ছাদের অন্ধকার আকাশটার দিকে তাকিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে দেখত এক অদ্ভুত আলোর নদী; আমাদের ছায়াপথ 'আকাশগঙ্গা' বা মিল্কি ওয়ে। তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই কিশোরী ভাবত, ওই আলোর বিন্দুগুলোর ওপারে কী আছে? সেই কৌতূহলই হয়তো তাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল মহাকাশ গবেষণার সর্বোচ্চ শিখরে। তিনি ড. অন্নপূর্ণী সুব্রামানিয়াম। সম্প্রতি প্রথম ভারতীয় মহিলা জ্যোতিঃপদার্থবিদ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ 'কসপার বিক্রম সারাভাই পদক' (COSPAR Vikþram Sarabhai Medal) জয় করে তিনি ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায় রচনা করলেন।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'কসপার' (Committee on Space Research) এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো' (ISRO) যৌথভাবে এই পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৯০ সালে ড. বিক্রম সারাভাইয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। সেই সময় থেকেই মহাকাশ গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি দুই বছর অন্তর এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির জনক ড. বিক্রম সারাভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত এই পদক জয় করা যেকোনো বিজ্ঞানীর জন্যই পরম সৌভাগ্যের। ড. অন্নপূর্ণী তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং গবেষণার মাধ্যমে এই সম্মানকে ভারতের ঘরে নিয়ে এলেন। ইতালির ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত ৪৬তম কসপার সায়েন্টিফিক অ্যাসেম্বলিতে এই পদক গ্রহণ করেছেন তিনি। অন্নপূর্ণী সুব্রামানিয়াম হলেন এই আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্ত চতুর্থ ভারতীয় বিজ্ঞানী। এর আগে এই পদক প্রাপ্ত ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইউ আর রাও (১৯৯৬) , মহাকাশ প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞানী গুরবাক্স সিং লাখিনা (২০১৪) এবং ইসরোর ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির পরিচালক অনিল ভরদ্বাজ (২০২৪)। এই সম্মানের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের তৃতীয় মহিলা বিজ্ঞানী এবং ভারতের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসেবে এই পদক লাভ করার গৌরব অর্জন করলেন।

বিজ্ঞানের জগতে, বিশেষ করে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার মতো জটিল বিষয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিশ্বজুড়েই নানারকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই আবহেই ড.অন্নপূর্ণী সুব্রামানিয়ামের এই জয় ভারতীয় নারীদের জন্য এক বিরাট অনুপ্রেরণা। তিনি প্রমাণ করেছেন যে মেধা, একাগ্রতা এবং কঠোর পরিশ্রমের সামনে যেকোনো বাঁধাই খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। ল্যাবরেটরির চার দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর এই সাফল্য ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মহাকাশ বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সাহস জোগাবে।

অথচ, অন্নপূর্ণীর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পথটি ঠিক চিরাচরিত ছিল না। সাধারণ অর্থে বিজ্ঞানীদের পরিবারে যেভাবে পড়াশোনা বা গবেষণার পরিবেশ থাকে, অন্নপূর্ণীর শৈশব-কৈশোর ছিল তার চেয়ে একদম আলাদা। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহে। তাঁর পরিবার ছিল কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চাকেন্দ্র বা আখড়া। তাঁর বাবা ছিলেন প্রখ্যাত কর্ণাটকী সঙ্গীতশিল্পী পালাক্কাড় কে. এস. নারায়ণস্বামী। তার বাড়িতে বিজ্ঞানী বা গবেষক কেউ ছিলেন না, সর্বক্ষণ আনাগোনা ছিল সঙ্গীতজ্ঞদের। তানপুরা আর সুরের গুঞ্জনে মুখরিত সেই পরিবেশে বিজ্ঞান বা মহাকাশ চর্চার প্রত্যক্ষ কোনো অনুষঙ্গ ছিল না।

বাবার সুযোগ্য কন্যা ও শিষ্যা হিসেবে অন্নপূর্ণী নিজেও ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ বেহালাবাদক। ছোটবেলায় তিনি বাবার সাথে বহু অনুষ্ঠানে মঞ্চেও বেহালা বাজিয়েছেন। কলেজ জীবনের একটা বড় সময় পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতের দুনিয়াতেই পুরোপুরি ডুবে ছিলেন। এমনকি একসময় তিনি সঙ্গীতকেই নিজের স্থায়ী পেশা বা কেরিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন। কিন্তু সুরের পাশাপাশি তাঁর মনের গভীরে লুকিয়ে ছিল অঙ্কের নানান জটিল সমীকরণ আর মহাবিশ্বের রহস্যভেদের অদম্য কৌতূহল। অবশেষে বিজ্ঞানের সেই টানই জয়ী হয়।

আসলে, সঙ্গীতের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও অঙ্কেও তিনি ছিলেন অসম্ভব তুখোড়। দশম শ্রেণীতে নিজের স্কুলের টপার হলেন তিনি। পালাক্কাড়ের গভর্নমেন্ট ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করার পরে, মহাকাশের টানে তিনি নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে বেঙ্গালুরুর মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (IIA) থেকে 'তারামণ্ডল ও নক্ষত্রের বিবর্তন' বিষয়ে পিএইচডি (PhD) সম্পন্ন করেন তিনি।

সঙ্গীতের জগত ছেড়ে মহাকাশ বিজ্ঞানে এলেও, বেহালা বা সুরকে তিনি কখনো জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দেননি। ড. অন্নপূর্ণী আজও বিশ্বাস করেন যে তাঁর সঙ্গীতের শিক্ষা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর মনোযোগ, শৃঙ্খলা এবং গবেষণার গভীরে যাওয়ার ক্ষমতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গীতের রাগ যেমন নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে বাঁধা থাকে, নক্ষত্রদের গতিবিধিও ঠিক তেমনই এক মহাজাগতিক নিয়মে চলে। আজও ল্যাবরেটরির জটিল কাজ শুরু করার আগে তিনি প্রতিদিন সকালে বাড়ির আঙিনায় দক্ষিণ ভারতীয়

ঐতিহ্যবাহী আলপনা 'কোলাম' আঁকেন। তাঁর ভাষায়, এটি এক ধরণের 'মর্নিং পাজল' বা সকালের ধাঁধা, যা দিনের শুরুতেই তাঁর মস্তিষ্ককে সচল ও চিন্তাশীল করে তোলে।

পিএইচডি শেষ করার পরেও অন্নপূর্ণী গবেষণার ময়দান ছেড়ে যাননি। ১৯৯৮ সালে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (IIA)-এ একজন 'পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো' (Post-Doctþoral Fellow) হিসেবে তাঁর পরবর্তী গবেষণা শুরু করেন। এরপরে মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে তিনি প্রতিষ্ঠানের 'Scientist-C' পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীসময়ে একজন পুরোদস্তুর অধ্যাপক (Professor) হিসেবে নিজের বিজ্ঞানী সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ড. অন্নপূর্ণী বর্তমানে বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' (IIA)-এর পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে বসা প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। এর পাশাপাশি সেন্টার ফর ন্যানো অ্যান্ড সফট ম্যাটার সায়েন্সেস (সিইএনএস)-এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সুব্রামানিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত। ছায়াপথে কীভাবে নতুন নক্ষত্র তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের কী পরিবর্তন ঘটে, তা নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন। ভারতের প্রথম ডেডিকেটেড মাল্টি-ওয়েভলেন্থ স্পেস অবজারভেটরি 'অ্যাস্ট্রোস্যাট' পরিচালনায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ (UVIT) প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী (Calibration Scientist) হিসেবে এর ইন-অরবিট কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছিলেন তিনি। এই আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে তিনি মহাবিশ্বের বহু অজানা দিক উন্মোচন করেছেন। এর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ প্রকল্প 'থার্টি মিটার টেলিস্কোপ' (TMT)-এর ভারত অংশের কর্মকাণ্ডেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

আকাশগঙ্গার প্রতিবেশী ছায়াপথ 'ম্যাগেলানিক ক্লাউড'-এর ওপর তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর একজন ফেলো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন-এর সদস্য। ২০২৪ সালে তিনি মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার 'বিজ্ঞান শ্রী' লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৭৫টিরও বেশি আন্তর্জাতিক মানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে নিজের অর্জিত জ্ঞানকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিনি এ পর্যন্ত ১৫ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে পিএইচডি (PhD) গাইড করেছেন।

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমি নিজেই নিজের জায়গা তৈরি করতে শিখেছি এবং এর জন্য দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার যে আপনি এটা করতে পারবেন। কেউ যদি আপনাকে জায়গা না দেয়, তার মানে এই নয় যে সেখানে কোনো জায়গা নেই; আমার জানা উচিত কীভাবে জায়গা তৈরি করতে হয়। আপনি যদি এমন দাবি করেন যে আপনি অন্য সবার চেয়ে ভালো করতে পারেন, তাহলে সবাই আপনার কথা শুনবে। কিন্তু আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এটা সহজে আসবে না। তিনি নিজেকে কখনও গুরুত্বহীন হতে দেননি। তিনি বলেছেন, 'যখন আমি আমার যাত্রা শুরু করি, তখন আমার কোনো আদর্শ ছিল না। আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি কারণ আমি সেটাই হতে চেয়েছিলাম...যখন নক্ষত্রদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ ছিল না, তখন আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্র থেকে নক্ষত্রপুঞ্জের কাটআউট নেওয়ার জন্য অনুনয় করতাম। এরপর আমি রাতে সেই খবরের কাগজের কাটিংটি নিয়ে বসে নক্ষত্রপুঞ্জগুলো চেনার চেষ্টা করতাম।'

বিজ্ঞানে নারীদের পরিবর্তিত কর্মপরিবেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে সব সময়েই নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছিলেন। সমর্থন থাকলে ভালোভাবে কাজ করা যায়। নাহলে পিছিয়ে গিয়ে পরিবারের দেখাশোনা করতে হয়। প্রায় সবসময়ই বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নারীদের ওপরেই বর্তায়। তাঁরা ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকেন এবং ফিরে এসে কাজ করেন। প্রথম দিকে তাঁরা কাজ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন না। তাই এমনকি খুব মেধাবী নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও দ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেননি।'

অন্নপূর্ণী সুব্রামানিয়ামের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, এটি সমগ্র ভারতের বিজ্ঞান ভাবনারও এক বিরাট জয়। বিক্রম সারাভাইয়ের দেখানো পথ ধরে ভারত যে মহাকাশ গবেষণায় আত্মনির্ভর এবং বিশ্বমঞ্চে অন্যতম সেরা, এই পদক তারই প্রমাণ। নক্ষত্রদের ভাষা বোঝা এই ভারতীয় কন্যা আগামী দিনেও আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধ্রুবতারার মতো পথ দেখাবে;এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নারীরোগ নিরীক্ষণে বৈজ্ঞানিক বিবর্তন

শুভজিৎ বসাক

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো রোগের নতুন নামকরণ কেবল নিছক ভাষাগত পরিবর্তন নয়, বরং সেই ব্যাধিটিকে অনুধাবন করার দৃষ্টিভঙ্গিতে এক আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। অনিয়মিত ঋতুচক্র, অত্যধিক রক্তস্রাব, তলপেটে যন্ত্রণা কিংবা মুখ ও শরীরে পুরুষসুলভ অনাকাঙ্ক্ষিত লোম (Hirsutism) ; এই অত্যন্ত সাধারণ অথচ জটিল শারীরিক অবস্থাটি এতদিন আমাদের কাছে 'পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম' বা PCOS নামে পরিচিত ছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি ৫ জন প্রজননক্ষম নারীর মধ্যে অন্তত ১ জন এই সমস্যায় ভোগেন। এতদিন এর চিকিৎসা মূলত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে এটি কেবল কোনো স্থানীয় প্রজননগত সমস্যা নয়; বরং এটি নানা রকম হরমোন ও বিপাকজনিত অন্তক্ষরা বা এন্ডোক্রিন ব্যাধি। এই প্রেক্ষাপটেই দীর্ঘ ১৪ বছরের নিরলস গবেষণা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও রোগী সংগঠনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রোগটির নাম বদলে রাখা হয়েছে 'পলি-এন্ডোক্রিন মেটাবলিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম' বা PMOS। আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নাল 'দ্য ল্যান্সেট'-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলেনা টিডির মন্তব্য, পুরনো নামটি রোগটিকে কেবল একটি গাইনেকোলজিক্যাল সমস্যা হিসেবে তুলে ধরছিল, যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে

অসম্পূর্ণ।

গবেষকদের দাবি, পুরনো 'পিসিওএস' নামটি ছিল বিভ্রান্তিকর, কারণ এই রোগে আক্রান্ত অনেক নারীর ডিম্বাশয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো সিস্ট থাকে না। এন্ডোক্রিনোলজি বিশেষজ্ঞদের মতে, যেগুলোকে এতদিন সিস্ট বলা হতো, সেগুলো মূলত 'আনরাপচার্ড ফলিকল' বা না-ফাটা কিছু থলি মাত্র। এই ভুল পরিভাষার কারণে সাধারণ রোগী ও অভিভাবকদের মধ্যে অহেতুক ক্যানসার বা টিউমারের মতো গুরুতর বিষয়ের আতঙ্ক তৈরি হতো। নতুন PMOS নামকরণের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সমস্যাটি নিছক ডিম্বাশয়কেন্দ্রিক নয়; বরং এটি হরমোন, বিপাকক্রিয়া, প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্যের একটি বহুমাত্রিক জটিলতা। এই পরিবর্তনের লক্ষে ৫৬টি আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ও রোগী সংগঠনকে যুক্ত করে ১৪ হাজারের বেশি মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে। নতুন এই নামের 'মেটাবলিক' শব্দটি নির্দেশ করে যে, এটি শরীরবৃত্তীয় বিপাক প্রক্রিয়ার একটি গভীর ভারসাম্যহীনতা, যেখানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মতো সমস্যাগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

বিশ্বজুড়ে প্রতি ৮ জন মহিলার মধ্যে অন্তত ১ জন এই সমস্যায় আক্রান্ত হলেও ভারতের চিত্রটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যেখ ানে এই হার প্রায় ১৯.৬ শতাংশ। অনিয়মিত ঋতুচক্র ও বন্ধ্যত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি (Obesity), উচ্চ রক্তচাপ এবং ভবিষ্যতে হৃদরোগের ঝুঁকির মতো দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সংকট এই রোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন নামকরণটি ভবিষ্যতে সঠিক রোগনির্ণয় ও সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, কারণ এটি সমাজকে এই বার্তা দেয় যে এটি কোনো নিছক 'মেয়েলি' সমস্যা নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এই রোগের নেতিবাচক প্রভাবও এখন প্রমাণিত, কারণ আক্রান্তদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের হার সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৮ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ধাপে ধাপে PMOS নামটি পুরোপুরি কার্যকর করা হবে। এই বৈজ্ঞানিক বিবর্তনটি কেবল চিকিৎসার মানোন্নয়ন নয়, বরং আক্রান্ত নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁদের অহেতুক হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করবে।